রাঁচি, বুধবার
13:09:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

ঘরে-বাইরে 7 সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু... | ঝাড়খন্ড 5 বিরোধী পক্ষের সদন ত্যাগের পরিকল্পনা ... | সম্পাদকীয় 4 মঙ্গলদৈতে বজরং দলের . | বুলেটপ্রুফ অভিজাত ট্রেনে .

বাংলা দৈনিক
# জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>327 >>26 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩২৭ >> << ২৬শে, ভাদ্র ১৪৩০>>



## উদ্ধারকারীরা মরক্কোর ধ্বংসস্তূপে জীবিতদের সন্ধান করছে

**মরক্কো :** সোমবার মরক্কোতে ২,১০০ জনের বেশি মানুষের প্রাণহানি হওয়া শক্তিশালী ভূমিকম্পের পরে যারা বেঁচে আছে, উদ্ধারকারীরা তাদের সন্ধান করছে। সরকার বলেছে, ব্রিটেন, স্পেন, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের অনুসন্ধান দলগুলো আটলাস পর্বতমালার গ্রামগুলোর ধ্বংসস্তূপ খননের প্রচেষ্টায় যোগ দিচ্ছে। শুক্রবার রাতে ৬ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিহত হন। ২,৪০০ জনের বেশি মানুষ আহত হন। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মারাকেশ থেকে ৭২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। জাতিসংঘের অনুমান, ৩ লাখ মানুষ ভূমিকম্পের অধীনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি গত ১০০ বছরে মরক্কোতে আঘাত হানা সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প ছিল। উদ্ধার প্রচেষ্টার গতি ধীর ছিল। মরক্কোর অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযোগ করেছিল যে, সরকার দেশে আরও উদ্ধারকর্মীকে সহায়তা করার অনুমতি দিচ্ছে না। রবিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাংবাদিকদেরকে বলেন, তার প্রশাসন মরক্কোকে যেকোনো প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

**বাজার দর**
SENSEX : 67221.13 +94.05
NIFTY : 19993.20 -03.15

**রাঁচি PARA UPDATE**

| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
|---|---|
| 30.00 °c | 24.00 °c |

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .54 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .34 টা

**গহনার বাজার**
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

# মণিপুরে গাড়ি থেকে নামিয়ে তিনজনকে গুলি করে হত্যা



**কলকাতা :** মণিপুর রাজ্যে আবারও সংঘাতের খবর পাওয়া গেছে। কাংপোকপি জেলায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর কুকি-জোমি সম্প্রদায়ের তিনজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। আজ মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাংপোকপি জেলার কাংগুই এলাকার ইরেং ও করম ভাইফেই গ্রামের মাঝামাঝি এলাকায় ওই তিন ব্যক্তিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কাংপোকপি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার থলু রকি সাংবাদিকদের বলেন, 'একটি গাড়ি থেকে কুকি সমাজের তিনজনকে নামিয়ে সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীরা গুলি করে হত্যা করেছে। কোনো বন্দুকযুদ্ধ হয়নি বলে মনে হচ্ছে। দোষীদের ধরতে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। মরদেহগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।'

স্থানীয় প্রশাসন জানায়, খবর পেয়ে পুলিশ ও আসাম রাইফেলসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তাঁরা ওই এলাকা ঘিরে তল্লাশি চালান। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নেতাদের ফোরাম (আইটিএলএফ) মৃতদের শনাক্ত করেছে। তাঁরা কোন অঞ্চলের বাসিন্দা, তা নিশ্চিত করেছে। অপর একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ঐক্য কমিটি জানিয়েছে, যারা হামলা চালিয়েছিল, তারা নিরাপত্তা বাহিনীর পোশাকে ছিল। কিছুদিন আগে কেন্দ্রের গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো মণিপুরের রাজ্য প্রশাসনকে জানিয়েছিল, নিরাপত্তা বাহিনীর পোশাকে দুষ্কৃতকারীরা হামলা চালাতে পারে।

এই নিয়ে গত দুই সপ্তাহে মণিপুরে অন্তত ১৪ জন নিহত হলেন। গত ৩ মে থেকে মণিপুরে মেইতেই এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী কুকিদের মধ্যে সংঘর্ষে এ পর্যন্ত দুই শতাধিক প্রাণহানি হয়েছে। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ৬০ হাজারের বেশি মানুষ। চার মাসের বেশি সময় ধরেই রাজ্যটিতে সহিংসতা চলছে। এখনো প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ৫ থেকে ১০ জন মারা যাচ্ছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মণিপুরে এই সংঘাত থামাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন বলে বারবার অভিযোগ করছে ভারত ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই সংঘাতের কারণ এবং সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে এখন পর্যন্ত মুখ খোলেননি।

## অবৈধ সীমান্ত কাঠামো নির্মাণ না করতে আফগানিস্তানকে সতর্ক করেছে পাকিস্তান

**কাবুল :** সোমবার পাকিস্তান স্থলবেষ্টিত আফগানিস্তানের সাথে প্রধান সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলেছে, তালিবান কর্তৃপক্ষ তার ভূখণ্ডে বেআইনি কাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করছে এবং তা চ্যালেঞ্জ করা হলে নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে। বাণিজ্য এবং ভ্রমণকারীদের জন্য ব্যস্ত ঐতিহাসিক তোরখাম ট্রানজিট পয়েন্টের মধ্য দিয়ে গত বুধবার সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর গুলি বিনিময়ের পর আফগান পক্ষের একজন তালিবান প্রহরী এবং একজন নাগরিক নিহত হওয়ার পর যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মুমতাজ জাহরা বালোচ সোমবার বলেছেন, পাকিস্তান তার ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে আফগান সরকারের কোনো কাঠামো নির্মাণকে মেনে নিতে পারে না কারণ এটি তার সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন করে।

তিনি তালিবান পররাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি বিবৃতিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। এতে পাকিস্তানি বাহিনী আফগান বাহিনীর ওপর গুলি চালানোর অভিযোগ করা হয়েছিল। তখন তারা কয়েক বছর আগে নির্মিত একটি পুরনো নিরাপত্তা পোস্টে মেরামত কাজ করছিল।

রবিবারের তালিবান বিবৃতিতে সতর্ক করা হয়েছে যে, সীমান্ত বন্ধ করা দুই দেশের সম্পর্কে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। অচলাবস্থার কারণে তোরখামে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনকারী শত শত ট্রাক এবং উভয় দিকের হাজার হাজার যাত্রী আটকা পড়েছে। বাণিজ্যিক পণ্যের মধ্যে বেশিরভাগই আফগান ফল ও সবজি ছিল।

প্রায় ২,৬০০ কিলোমিটার সীমান্ত দীর্ঘকাল ধরে দ্বিপাক্ষিক উত্তেজনার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফগানিস্তান শতাব্দী প্রাচীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগের সীমানাকে বিতর্কের একটি বিষয়ে পরিণত করে রেখেছে। ইসলামাবাদ কাবুলের আপত্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর আন্তর্জাতিক সীমান্ত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।



**রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর**

## সুইডেন তাদের স্কুলগুলোতে আরও বই আর হাতের লেখার অনুশীলন ফিরিয়ে আনছে

**স্টকহোম (এজেন্সী) :** গত মাসে সুইডেন জুড়ে ছোট বাচ্চারা স্কুলে ফিরে যাওয়ার পর তাদের অনেক শিক্ষক মুদ্রিত বই, শান্তভাবে পড়ার সময়, হাতের লেখার অনুশীলন ও ট্যাবলেটে কম সময়, স্বাধীন অনলাইন গবেষণা ও টাইপ করার দক্ষতার ওপর নতুন করে জোর দিচ্ছেন। শিক্ষার এই ঐতিহ্যবাহী রীতিতে ফিরে আসা রাজনীতিবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের মন্তব্যের একটি প্রতিক্রিয়া, যাদের প্রশ্ন, নার্সারি স্কুলে ট্যাবলেটের প্রবর্তন শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের হাইপার-ডিজিটালাইজড পদ্ধতি মৌলিক দক্ষতা হ্রাসের দিকে পরিচালিত করেছে কি না। ২০২১ সালে সুইডিশ একজন চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর গড় ছিল ৫৪৪ পয়েন্ট, যা ২০১৬ সালে গড় ৫৫৫ থেকে কম। তবে তাদের পারফর্ম্যান্স এখনো টেস্ট স্কোরের দিকে তাইওয়ানের সাথে যৌথভাবে সপ্তম স্থানে রয়েছে। করোনা ভাইরাস মহামারির ফলে শেখার কিছু ঘাটতি হতে পারে। দিন দিন বাড়তে থাকা অভিবাসী ছাত্ররা তাদের প্রথম ভাষা হিসেবে সুইডিশ বলতে পারে না। তবে স্কুল পাঠের সময় স্ক্রিনের অতিরিক্ত ব্যবহার শিক্ষার্থীদেরকে মূল বিষয়গুলো থেকে পিছিয়ে দিতে পারে বলে বলছেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। ডিজিটাল সরঞ্জামগুলোর দ্রুত গ্রহণ ইউনেস্কোর উদ্বেগকেও আকর্ষণ করেছে। গত মাসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ইউনেস্কো শিক্ষায় প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য জরুরি আহ্বান জারি করেছে। প্রতিবেদনে দেশগুলোকে স্কুলে ইন্টারনেট সংযোগের গতি বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু একইসাথে সতর্ক করা হয়েছে যে, শিক্ষায় প্রযুক্তি এমনভাবে প্রয়োগ করা উচিত যাতে এটি কখনোই ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষক-নেতৃত্বাধীন নির্দেশনাকে প্রতিস্থাপন না করে এবং সকলের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার অভিন্ন উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে।

## আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো রাস্তা মেরামতের অনুমতি চেয়ে চান্ডিল এসডিওর কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছেন

**সুধীর গোরাই**

**জামশেদপুর :** চান্ডিল বাজারের বাইপাস রোড প্রতিদিনই যানজট লেগে থাকে, এতে পথচারীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সড়ক সংস্কারের দাবি জানিয়েও কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় সরকারকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছে আজসু দল। আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদক হরেলাল মাহাতো চান্ডিল মহকুমা আধিকারিককে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন, যেখানে তিনি রাস্তা মেরামতের জন্য প্রশাসনের অনুমতি চেয়েছেন। স্মারকলিপিতে হরেলাল মাহাতো বলেছেন যে চান্ডিল গোলচক্কর থেকে জামডিহ পর্যন্ত এন এইচ ৩২ রাস্তাটি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে চান্ডিল গোলচক্কর থেকে চান্ডিল বাজার, পিতকি থেকে জাহিরা মোড় এবং জামডিহ পর্যন্ত বাইপাস রাস্তা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। এ কারণে পথচারীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। রাস্তা খারাপ হওয়ায় চান্ডিল বাজার ও পিটকিতে সব সময় যানজট লেগেই থাকে, এতে চান্ডিল বাজারের দোকানদারদের ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়। এতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা। সমস্যায় পড়েছেন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা। প্রতিদিনই যানজটের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে হাসপাতালে যাওয়া রোগী ও সাধারণ মানুষকে। হরেলাল মাহাতো তার স্মারকলিপিতে বলেছেন যে রাস্তাটি মেরামতের জন্য অনেক দিন থেকে দাবি রয়েছে। এলাকাবাসী সড়ক সংস্কারের জন্য প্রশাসনের কাছে বারবার দাবি জানালেও দুই-তিন বছর পার হলেও কোনো ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। স্মারকলিপির মাধ্যমে বলা হয়েছে যে আজসু পার্টি বিশ্বাস করে যে ঝাড়খণ্ড সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসন বাইপাস রাস্তাটি মেরামত করতে সক্ষম নয়। যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি যে এখন পর্যন্ত সমাধানের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, তার মানে এই যে সরকার বা প্রশাসনের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হবে না, তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আজসু-এর কর্মীরা সম্মিলিতভাবে ব্যক্তিগত খরচ ও শ্রম দান করবেন। রাস্তাটি. আজসু পার্টির কর্মীদের তাদের ব্যক্তিগত খরচ এবং শ্রম দান করে রাস্তা মেরামতের অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

**উপার্জন** ৭ সেপ্টেম্বর মুক্তির পর থেকেই শাহরুখ খানের ক্যারিশমায় মজে দর্শক

# 'জওয়ান' গ্লোবাল হিট, জানা যাক তারকাদের উপার্জনের পরিমাণ



**নয়া দিল্লি :** হিন্দি সিনেমার দুনিয়ায় নতুন রেকর্ড করা সিনেমা শাহরুখ খান অভিনীত জওয়ান। শুধু ভারতে ব্লকবাস্টার নয়, এই সিনেমাকে গ্লোবাল হিট তকমা দেওয়া হয়েছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর মুক্তির পর থেকেই শাহরুখ খানের ক্যারিশমায় মজে দর্শক। স্বাভাবিক ভাবেই বক্স অফিসেও নতুন রেকর্ড গড়ছে সিনেমাটি। শুধু শাহরুখই নয়, বিজয় সেতুপতি, নয়নতারা, প্রিয়মনি সহ একাধিক দক্ষিণী তারকাকে দেখা গেছে এই ছবিতে। এই সিনেমায় অতিথি অভিনেত্রী হিসাবে আছেন দীপিকা পাড়ুকোন। পাশাপাশি প্রথম কোনও বলিউড ছবি হিসেবে 'জওয়ান' হিন্দির পাশাপাশি তামিল এবং তেলুগু ভাষায় মুক্তি পেয়েছে। 'জওয়ান' বক্স অফিসে বিপুল রোজগার তো করছেই, পাশাপাশি এই ছবি থেকে অভিনেতারাও ঘরে তুলেছেন বিপুল অঙ্কের টাকা। জেনে নিন কে কত টাকা রোজগার করলেন 'জওয়ান' থেকে। জেনে নেওয়া যাক সেই উপার্জনের পরিমাণ।

**নয়নতারা :** এই মুহূর্তে অভিনেত্রীদের মধ্যে দক্ষিণী তারকা নয়নতারার চাহিদা আকাশছোঁয়া। এই প্রথমবার বলিউডে কোনও ছবিতে অভিনয় করলেও দক্ষিণী ছবিতে ইতিমধ্যেই তিনি একজন সুপারস্টার। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি যে বেশ বড় অঙ্কের টাকা দাবি করবেন বলিউডে পা রেখে তা বলাই বাহুল্য। অ্যাটলি কুমার পরিচালিত 'জওয়ান' ছবিতে অভিনয়ের জন্য নয়নতারা ১০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছেন।

**বিজয় সেতুপতি :** দক্ষিণী ছবির আরও এক সুপারস্টারের নাম বিজয় সেতুপতি। 'জওয়ান' ছবিতে তিনি ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করে রীতিমতো প্রশংসা কুড়িয়েছেন সমালোচকদের। পাশাপাশি দর্শকরাও শাহরুখ খানের সঙ্গে সমানে টক্কর দেওয়া বিজয় সেতুপতিকে যথেষ্ট পছন্দ করেছেন। 'জওয়ান' ছবির জন্য বিজয় সেতুপতি ঘরে তুলেছেন ২১ কোটি টাকা।

**প্রিয়মনি :** জওয়ান' ছবিতে দক্ষিণী তারকার ছড়াছড়ি। শাহরুখ খানের অন্যতম জনপ্রিয় ছবি 'চেন্নাই এক্সপ্রেস'-এ 'ওয়ান টু থ্রি ফোর' গানে তিনি নাচের দৃশ্যে ছিলেন নায়কের সঙ্গে। এই সিনেমাতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গেছে প্রিয়মনিকে। জানা গেছে, 'জওয়ান' ছবি করে ২ কোটি টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছেন প্রিয়মনি।

**সানিয়া মালহোত্রা :** সিনেমা ও ওটিটির পরিচিত মুখ সানিয়া মালহোত্রাকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গেছে 'জওয়ান' ছবিতে। জানা গেছে, এই ছবি থেকে সানিয়ার রোজগার ২ কোটি টাকা।

**ঋদ্ধি ডোগরা :** ধারাবাহিকে দীর্ঘদিন অভিনয়ের পর ওয়েব সিরিজেও ক্রমে জনপ্রিয় মুখ হয়ে উঠেছেন ঋদ্ধি ডোগরা। সম্প্রতি 'অসুর' ওয়েব সিরিজে দেখা গেছে ঋদ্ধিকে। 'জওয়ান' ছবিতে শাহরুখ খানের মা-এর চরিত্রে অভিনয় করে একপ্রকার কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন ঋদ্ধি। 'জওয়ান' থেকে তার উপার্জন ৪০ লক্ষ টাকা।

**দীপিকা পাড়ুকোন :** বলিউডে শোনা যায় দীপিকা পাড়ুকোন থাকলে শাহরুখের ছবি নাকি হিট হবেই। ফিল্ম বিশেষজ্ঞদের মতে, সেই বিশ্বাস থেকেই 'জওয়ান' ছবিতে ক্যামিও চরিত্রে দেখা গেছে দীপিকাকে। তবে মাত্র কিছু সময়ের স্ক্রিনে উপস্থিতির জন্য দীপিকার রোজগার ১৫-২০ কোটি টাকা।

**শাহরুখ খান :** জওয়ান' মুক্তির পর থেকেই দর্শকদের মুখে একটাই কথা, এই ছবি সম্পূর্ণ ভাবেই শাহরুখ খানময়। তার উপস্থিতিই এই সিনেমার ইউএসপি। সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে রাজার মতো ফিরেছেন শাহরুখ। আর তার জন্য পারিশ্রমিকের অঙ্কটাও রাজসিক। ১০০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন শাহরুখ খান।

# ভাড়ায় বাড়ি নেওয়ার অজুহাতে ঘরে ঢুকে চুরি, মালদায় ধরা পড়ল স্মার্ট চোর দম্পতি



**মালদা ঃ** স্মার্ট চোর। স্বামী এবং স্ত্রী নাকি রীতিমতো জিন্স, টপ , গেঞ্জি পড়েই এলাকায় বাড়ি ভাড়া নাম করে, বাড়ির মালিকদের ঘরে ঢুকে নিমিষের মধ্যে হাওয়া করে দিচ্ছিল ঘরের জিনিসপত্র। এনিয়ে পুরাতন মালদা পুরসভার মঙ্গলবাড়ি স্কুলপাড়া এলাকায় অধিকাংশ মানুষদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে। কিন্তু কথায় বলে, চোরের দশ দিন তো গৃহস্থের একদিন। অবশেষে চুরি অভিযোগে ওই দম্পতিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে এক বাড়ির মালিক ও তার পরিবারের লোকেরা। এরপর রাস্তার খুঁটিতে ওই দম্পতিকে বেঁধে দেওয়া হয় গণপিটুনি । শনিবার রাতে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় পুরাতন মালদা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ী স্কুলপাড়া এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে চুরির অভিযোগে ওই দম্পতিকে উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর ওই মহিলাকে ছেড়ে দিলেও লব কর্মকার নামে ওই যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

স্কুলপাড়া এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের বক্তব্য, ওই দম্পতি দুজনেই নেশায় আসক্ত । তবে তাদের বেশভূষা দেখলে কখনোই মনে হয় না যে এরা চুরির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। জিন্সের প্যান্ট, জামা পরে স্মার্ট হয়েই কিছুদিন ধরে মঙ্গলবাড়ীর এলাকা জুড়েই বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথা বলেই যে কোন ঘরে ঢুকে পড়ছিল, এমনটাই অভিযোগ ওই দম্পতির বিরুদ্ধে। এরই মধ্যে ওই মহিলা বাড়ির মালিকের সঙ্গে কৌশলে কথা বলার ব্যস্ত থাকতে গেলে চোখের নিমিষে পুরুষ সঙ্গী হাওয়া করে দিত মোবাইল অথবা অন্যান্য জিনিসপত্র।

পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, স্কুলপাড়া এলাকার এক প্রান্তে থাকে লব কর্মকার নামে ওই যুবক এবং তার স্ত্রী থাকে। প্রাথমিক তদন্তে মনে হয়েছে তারা বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত। সেই নেশার টাকার জোগাড়ের জন্যই হয়তো এই ধরনের চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তবে ওই যুবককে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই যুবকের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

## মোথাবাড়ি থানা পুলিশের পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইভ কর্মসূচি

**মালদা।** মালদা জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও মোথাবাড়ি থানা পুলিশের ব্যবস্থাপনায় রবিবার দুপুরে মোথাবাড়ি চৌরাস্তার মাথায় একটি সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন এক অভিনব কায়দায় একটি পথ নাটকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতনতা মূলক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ কর্তারা। হেলমেট বিহীন গাড়ি চালালে কি পরিস্থিতির স্বীকার হতে হয় সেই ঘটনা কে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে , এই পথ নাটকের অভিনয় করা হয় । পুলিশের পক্ষ থেকে।

## দূরপাল্লার ট্রেনের শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় আগুন

**মালদহ।** দূরপাল্লার ট্রেনের বাতানুকূল কামরায় আগুনকে ঘিরে হইচই মালদহ টাউন স্টেশনে। এদিন রাতে নিউ তিনসুকিয়া ব্যাঙ্গালুরু এক্সপ্রেসের বি১ কোচে আগুনের ফুলকি দেখা যায়। অভিযোগ, এরপরেও স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনটি ছেড়ে দেয়। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। পরে, ট্রেনটি দাঁড় করিয়ে আগুন নেভানো হয়। অসমের বাসিন্দা বেশ কয়েকজন রেলযাত্রী অভিযোগ করে বলেন, ট্রেন স্টেশন থেকে ছাড়তেই কোচে আগুনের ফুলকি দেখা যায়। আতঙ্কে সবাই চিৎকার জুড়ে দিলে ট্রেন থেমে যায়। পরে, ট্রেনের কোচ বদলে দেওয়া হয় বলে দাবি রেল কর্তৃপক্ষের। দীর্ঘক্ষণ পর ট্রেনটির কোচ বদলে পৌনে দশটা নাগাদ মালদা টাউন স্টেশন থেকে ছাড়া হয়। ঘটনার জেরে এদিন রাতে কিছুক্ষণ দেরিতে ছাড়ে গৌড় এক্সপ্রেসও।

## জাতীয় কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনে বিজয়ী পঞ্চায়েত সদস্যদের সম্মানিত করা হয়েছে

**আলিপুরদুয়ার ঃ** কালচিনির ট্রলি লাইন এলাকায় রবিবার জাতীয় কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন আয়োজিত হল এদিনের কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি শান্তনু দেবনাথ সহ কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্বরা। পঞ্চায়েত ভোটে কালচিনি এলাকায় জয়ী কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যদের এদিন সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় এছাড়া আগামী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয় ।

## ৪ দিন ধরে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে জলাশয়ে

**মালদা** জলাশয় থেকেএক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে বামন গোলা ব্লকের বাসরা গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম বীরেন মন্ডল বাড়ি হবিবপুর ব্লকের জামালপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় মৃত ব্যক্তি গত বুধবার মেয়ের বাড়ি বাসরা যাওয়ার কথা বলে বের হলেও তিনি মেয়ের বাড়ি যাননি।তার পর থেকে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। বাসরা গ্রামের এক ব্যক্তি চাষের জমিতে যাওয়ার পথে ফাঁকা মাঠে জলাশয় এর মধ্যে মৃতদেহটি দেখতে পান।তরিঘড়ি খবর দেওয়া হয় বামনগোলা থানায়।খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃত দেহ উদ্ধার করে। মৃত বীরেন মন্ডলের ভাস্তা বলরাম মন্ডল জানান আমার কাকা গত বুধবার মেয়ের বাড়ি যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। আজ জানতে পারি তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গত দুইদিন ধরে খোঁজাখুঁজি করেও খোঁজ মেলেনি। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কিভাবে ঘটনা ঘটলো ইতিমধ্যে বামন গোলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত নেমেছে।

## বাড়িতে অবৈধ মদ বিক্রি করা এক মহিলাকে মারধর করে মদের ঠেক ভাঙচুর করে প্রমীলা বাহনী

**কোচবিহার ঃ** গ্রাম জুড়ে অবৈধভাবে বিক্রি হচ্ছে মদ! মদের আসক্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে গ্রামের যুব সমাজ। তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপালের এলাকার অবৈধ মদের ঠেক ভাঙতে উদ্যোগ নিল গ্রামের প্রমিলা বাহিনী। রবিবার স্থানীয় প্রমিলা বাহিনী গ্রামের একটি বাড়ি ঘেরাও করে ভাঙচুর চালায়। তাদের অভিযোগ অবৈধভাবে গ্রামের এক মহিলার বাড়িতে প্রতিনিয়ত মদ বিক্রি হচ্ছে। বারংবার তাকে মদ বিক্রি বন্ধ করতে বলা হয়েছিল। তার পরেও চলছিল অবৈধ মদের ব্যবসা। তাই রবিবার গ্রামের প্রমিলা বাহিনী একত্রিত হয়ে বিকেলে ওই মহিলার বাড়ি ঘেরাও করে মদের ঠেক ভাঙচুর করে। পরবর্তীতে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই মহিলাকে আটক করে।




## ডার্বি ম্যাচ শুরুর আগেই, সল্টলেক স্টেডিয়ামের সামনে থেকে টিকিট ব্ল্যাক করার অভিযোগে ধৃত এক। অভিযুক্তকে বিধান নগর দক্ষিণ থানায় নিয়ে আসা হয়েছে

**কলকাতা ঃ** রবিবার বিকেল চারটের সময় শুরু হবে ডুরান্ড কাপ ফাইনালে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল এর খেলা। এই খেলা ঘিরে উত্তেজনা চূড়ান্ত। পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে সল্ট লেক স্টেডিয়ামের সামনে থেকে টিকিট ব্যাক করার অভিযোগ হাতেনাতে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। যদিও ভূতের দাবি তার কাছে একটি মাত্রই টিকিট রয়েছে। এই মুহূর্তে পুলিশ তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে

## পার্কস্ট্রিট স্টিফেন কোর্টের রাস্তার দিকে একাংশ ভেঙে পড়ল

**কলকাতা ঃ**পার্কস্ট্রিট স্টিফেন কোর্টের রাস্তার দিকে একাংশ ভেঙে পড়ল । বাইরের দিকের উপরে অংশের চাই ভেঙে রাস্তার উপর পড়লো ।ঘটনার সময় মনোজ রমনি নামক একজন স্টিফেন কোর্টের ভিতর থেকে বাইরের দিকে আসছিল সেই সময় তার মাথার উপর চাই ভেঙে পড়ে এবং তার মাথা ফেটে যায় বর্তমানে তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।

## নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে মালবাহী ট্রেলার, আহত চালক

**শিলিগুড়ি ঃ** ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ভীমবারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে গেল মালবোঝাই ট্রেলার। এই ঘটনায় আহত একজন। জানা গিয়েছে যে এদিন মালবোঝাই ট্রেলারটি কলকাতা থেকে শিশিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় ভীমবার এলাকায় আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়। এবং চালক আহত হয়। এই দেখে তরীঘরী স্থানীয়রা খবর দেন পুলিশকে। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। তবে কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছেন বিধাননগর থানার পুলিশ।

## এক ডিলার থেকে অন্য এক ডিলারের কাছে কার্ড ট্রান্সফারের প্রতিবাদে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

**উত্তর দিনাজপুর ঃ** এক ডিলার থেকে অন্য এক ডিলারের কাছে কার্ড ট্রান্সফারের প্রতিবাদে চোপড়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ রেশন গ্রাহকদের।এই ঘটনায় চোপড়া বিডিও অফিস চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে স্থানীয় বাসিন্দা অসিত পাল নামে এক ডিলারের কাছ থেকে রেশন সংগ্রহ করতেন গ্রাহকরা। আচমকা প্রায় ৩ হাজার গ্রাহকদের রেশন কার্ড অন্য এক রেশন ডিলারের কাছে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়। গ্রাহকরা রেশন নিতে গেলে তারা জানতে পারেন তাদের কার্ড দুরে অন্য এক রেশন ডিলারের কাছে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন রেশন গ্রাহকরা। এরপর মঙ্গলবার চোপড়া বিডিও অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে রেশন গ্রাহকরা। গ্রাহকদের দাবি তারা আগে যে ডিলারের কাছে রেশন নিতেন তার কাছে থেকেই রেশন নিবেন অন্য কোথাও যাবেন না। এই দাবি নিয়ে আজকে তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।অন্যদিকে এই ঘটনার জেরে বিডিও অফিস চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চোপড়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

## বিজেপি প্রার্থীকে হারানোর চক্রান্ত চলছে' ভোটকেন্দ্রে ঢুকেই ক্ষোভ প্রকাশ মিতালির

**জলপাইগুড়ি ঃ** ভোট দিতে গিয়ে ভোট কেন্দ্রের ভেতরে ঢুকেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ধূপগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক তথা সদ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া মিতালি রায়। তাঁর অভিযোগ, ইভিএমের ওপরে যে লাইট লাগানো রয়েছে, তা জ্বলছে আবার নিভে যাচ্ছে। এভাবে ভোটারদের ভোট দিতে অসুবিধা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রিসাইডিং অফিসারকে জানান এবং ভোটকর্মীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। এরপর মিতালি প্রিসাইডিং অফিসারের থেকে টর্চ নিয়ে ভোট দিয়েছেন। এসব বিজেপি প্রার্থী তাপসী রায়কে হারানোর চক্রান্ত বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন বিধায়ক। পাশাপাশি তিনি এব্যাপারে কমিশনের কাছেও অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

## আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন স্কুলে ধুমধাম করে পালিত হল শিক্ষক দিবস

**আলিপুরদুয়ার ঃ** বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার কালচিনি ব্লক জুড়ে পালিত হল শিক্ষক দিবস।যেখানে এদিন ইউনিয়ন একাডেমি হাইস্কুলেও বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই দিনটি পালন করা হয়। যেখানে নাচ, গানের মাধ্যমে ডুয়ার্সের বিভিন্ন সংস্কৃতিকে তুলে ধরেন পড়ুয়ারা। এছাড়া এদিন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের তরফে পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থাও করা হয়। এ বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, 'স্কুলের এনএসএস ইউনিটের পরিচালনায় এদিনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। '

## ২৪ ঘন্টা নিখোঁজ থাকার পর মহানন্দা নদী থেকে রহস্যজনক অবস্থায় এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ

**মালদা ঃ** ২৪ ঘন্টা নিখোঁজ থাকার পর মহানন্দা নদী থেকে রহস্যজনক অবস্থায় এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ।। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মালদা শহরের মিশন ঘাট এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই বৃদ্ধের নাম সাত্তান সিং (৬০)। তার বাড়ি মালদা শহরের দক্ষিণ বালুচর এলাকায়। সোমবার দুপুরে কাজে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন ওই বৃদ্ধ। তারপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় ওই ব্যক্তি।

# ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে প্রচারে নামলেন সোহম চক্রবর্তী

**জলপাইগুড়ি ঃ** ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের শেষ দিনে এলাকায় রাজনীতিবিদ ও অভিনেতাদের মধ্যে চলছে প্রতিযোগিতা। রবিবার ধূপগুড়িতে দু'জন করে অভিনেতাকে মাঠে নামিয়েছে তৃণমূল। খোলা হুডযুক্ত জিপে সকাল থেকে তিনি এলাকায় রোড শো করছেন, সোহম চক্রবর্তীও লাল জিপে রাস্তায় ঘুরে ধূপগুড়িতে প্রচার করছেন। তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে ধূপগুড়িতে এসেছিলেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। ধুপগুড়িতে তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে আসলেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। এদিন তিনি ধুপগুড়ি ব্লকের ঝাল আলতা এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতে জনসংযোগ করেন।

## বিজেপি তৃণমূল দলত্যাগও ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান দলকে হারিয়েছে সুজন চক্রবর্তী

**জলপাইগুড়ি ঃ** রবিবার শেষ দিনের শেষ লগ্নে সিপিআইএম প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সমর্থনে ভোট প্রচারের ঝড় তুলে সুজন চক্রবর্তী বলেন ধূপগুড়ির মানুষকে তৃণমূল ও বিজেপি প্রতারণা করেছে। বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যাকে মঞ্চে মালা পরায় মিতালী রায়। সেই মিতালী আজ বিজেপিতে যোগদান। বিজেপি ও তৃণমূলের দলবদল কারবার ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের দলকেও হার মানিয়ে দেয়। অভিষেক সবসময়ই বিধিভঙ্গ করেন। ফিরাদ হাকিম ধুপগুড়িতে নির্বাচনী সভায় প্রচারে এসেছেন। কিন্তু মানুষের সাড়া নেই, লোক নেই রোডতে কটাক্ষ সুজনের।

## বিধায়কের দল বদলের জেরে অভিনব প্রতিবাদ তৃণমূল যুব র

**জলপাইগুড়ি ঃ** ধূপগুড়ি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মিতালি রায়ের দল বদলের জেরে অভিনব কায়দায় প্রতিবাদ জানালো তৃণমূল যুব কংগ্রেস। ধুপগুড়ি বিধানসভার শালবাড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে কালো জামা পড়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্থানীয় তৃণমূল যুব নেতৃত্ব বলেন, মিতালী রায় একজন বেইমান। দলটাকে এত বড় সম্মান জানানোর পরেও টাকার লোভে বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে গেল। সে কারণে মিতালী রায়ের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করে কালো জামা পড়ে তারা প্রতিবাদ করেন বলে উল্লেখ করেন।




## বিদ্যুৎ কার্যালয়ে স্বারকলিপি দিলো বিজেপি

**শিলিগুড়ি ঃ** শিলিগুড়ি শহরে ঘন ঘন ব্যাহত হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। যার ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে শিলিগুড়ি শহরবাসীকে। এরই বিরোধিতা করে ও পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে ডাবগ্রাম বিদ্যুৎ কার্যালয়ে স্বারকলিপি দিলো ক্ষখগু ৪ নং মণ্ডল কমিটি। সোমবার দুপুরে তারা স্বারকলিপি প্রদান করে। তাদের দাবি পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের মাশুল অনেকটা বেশি। তারওপর প্রায় প্রতিদিন ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের দাবি তোলেন তারা।

## পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

**কোচবিহার ঃ** ভোরবেলা শিশুকে টিউশন দিতে যাওয়ার সময় যে ব্যক্তিকে জলে ভেসে থাকতে দেখা গিয়েছিল অবশেষে সেই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহের পরিচয় জানা গেল।মৃতদেহ পুকুর থেকে তোলার পর দেখা গেল মৃত ব্যক্তির বাড়ি পুকুর লাগোয়া পশ্চিম দিকে। ব্যক্তিরনাম চন্দন দাস। তিনি পেশায় পঞ্চানন মোড়ের জুতো ব্যবসায়ী। পরিবার সূত্রে জানা গেছে গতরাত তিনি বাড়িতে ফেরেননি এই নিয়ে চিন্তায় ছিলেন পরিবার অবশেষে পুকুর থেকে দেহ তুলবার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন চন্দন দাসের পরিবার।

## নকশালবাড়ির মনিরাম গ্রাম পঞ্চাশয়েত এলাকায় দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শনে গেলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ

**শিলিগুড়ি ঃ** নকশালবাড়ির মনিরাম গ্রাম পঞ্চাশয়েত এলাকায় দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শনে গেলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ। সোমবার দুপুরে ওই এলাকার দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শনে যান তিনি। সেখানে বয়স্ক ভাতা জন্য ফর্ম নিতে ভিড় দেখা যায় মানুষের। চলতি মাস থেকে রাজ্যজুড়ে ফের শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার সিবির। শিবির সঠিকভাবে চলছে কি না তা পরিদর্শনে এদিন যান সভাধিপতি।

## খুব দ্রুত মিটতে চলেছে শিলিগুড়িবাসীর পানীয় জলের সমস্যা

**শিলিগুড়ি ঃ** খুব দ্রুত মিটতে চলেছে শিলিগুড়িবাসীর পানীয় জলের সমস্যা। পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে এবার গজলডোবা থেকে পানীয় জল প্রকল্প গড়ে সরবরাহের জন্য ৫১৩ কোটি প্রকল্পের ছাড়পত্র পেল শিলিগুড়ি পৌরনিগম। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সেকথা জানান শিলিগুড়ির মেয়ত গৌতম দেব। জনস্বাস্থ্য কারিগড়ি বিভাগ শিলিগুড়ি পৌরনিগমের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় ওই পানীয় জল প্রকল্পের কাজ করবে। আম্রুত ২ প্রকল্পের অধীনে ওই প্রকল্পের ছাড়পত্র মিলেছে বলে জানান মেয়র। প্রকল্পের ৬২ শতাংশ রাজ্য, ৫ শতাংশ পৌরনিগম ও ৩৩ শতাংশ কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ করা হবে। ইতিমধ্যে ওই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য ২০২ কোটি টাকার ওয়ার্ড ওর্ডারের অনুমতি পেয়েছে পৌরনিগম।

## সমস্ত ঔষধের উপর থেকে GST প্রত্যাহার করার দাবি

**শিলিগুড়ি ঃ** সমস্ত ঔষধের উপর থেকে GST প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়ে, জীবনদায়ী ঔষুধের দাম কমানো সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আগামী ৮ থেকে ১০ ই সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির সৌভাগ্য প্যালেসে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এন্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়নের ১৯ তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সোমবার দুপুর ১২.৩০ নাগাদ শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানাল ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এন্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা কমিটি।এদিন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক অমিত শংকর রায় বলেন, ৮ ই সেপ্টেম্বর দুপুরে শিলিগুড়ির মহানন্দা ব্রিজের কাছ থেকে একটি পদযাত্রা বের করা হবে। পদযাত্রা টি শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা ময়দানে এসে শেষ হবে। এরপর কাঞ্চনজঙ্ঘা মেলা ময়দানে একটি প্রকাশ্য জনসভা আযোজন করা হয়েছে। এই জনসভায় উপস্থিত থাকবেন মহম্মদ সেলিম, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য সহ সংগঠনের ১৯ টি জেলার ৪৫০ জন প্রতিনিধ ি উপস্থিত থাকবেন।

## পাঁচ কেজি গাঁজা সহ দুই মহিলাকে শালবাড়ী এলাকার নায়া বস্তি থেকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ির প্রধান নগর থানার পুলিশ

**শিলিগুড়ি ঃ** পাঁচ কেজি গাঁজা সহ দুই মহিলাকে শালবাড়ী এলাকার নায়া বস্তি থেকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ির প্রধান নগর থানার পুলিশ। মহিলা দুইজনের নাম গৌরী দেবনাথ ও মমতা দাস। মঙ্গলবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহাকুম আদালতে তোলা হল। জানা গিয়েছে সোমবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেফতার করে প্রধান নগর থানার পুলিশ।

## জমি বিবাদের জেরেই ছেলেকে ছুরি বাবার!

**জলপাইগুড়ি ঃ** জমি বিবাদের জেরে বাবার হাতে খুন হতে হল ছেলেকে। ঘটনাটি জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দধিয়া এলাকার ঘটনা। বতর্মানে অভিযুক্ত সহ আরও চার জনকে আটক করেছে মিলনপল্লী ফাড়িঁর পুলিশ। সেই সাথে এমন ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে এলাকায়। স্থানীয় জানা গেছে, মৃতের নাম বিলাস মন্ডল ( ৩৫ )। তাঁর বাবা অর্থাৎ অভিযুক্তের নাম বাসুদেব মন্ডল (৬০)। এই বিলাস বাসুদেবের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলে। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গেলে বাসুদেব দ্বিতীয় বিয়ে করেন। বতর্মানে দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে, মেয়ে রয়েছে। আরও জানা গেছে যে, বিলাস মন্ডলের সাথে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর বাবা বাসুদেব মন্ডলের জমি ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বিবাদ। গতকালে সকালে এই বিবাদ হয় বাবা ছেলের মধ্যে। এরপর ফের রাতে। একসময় সেই বিবাদ পৌছে গেল চরমে। হাতাহাতির মধ্যে ছুরি দিয়ে বাসুদেব মন্ডল তার ছেলে বিলাস মন্ডলকে কোপ বসিয়ে দেন। আর তাকেই বাচাতে গিয়ে আহত হন পরিবারের আরেক সদস্য। এরপর কোনো ক্রমে রক্তাক্ত অবস্থায় বিলাস মন্ডলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে ঘটনা সকালে জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে এলাকায়। খবর পৌছে যায় মিলনপল্লী ফাড়ির পুলিশের কাছে। পুলিশ এসে বাসুদেব মন্ডল সহ তার দ্বিতীয় পক্ষে স্ত্রী সমেত দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে মেয়েদের আটক করে নিয়ে যায়।

## দুটি অসুস্থ্য ময়ূর উদ্ধার

**ময়নাগুড়ি ঃ** মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি ব্লকের জল্পেশ মেলার মাঠ থেকে দুটি অসুস্থ্য ময়ূর উদ্ধার করলো ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংগঠন। এদিন মেলার মাঠে প্রথমে স্থানীয়রা ময়ূর দুটিকে দেখতে পান। এরপর তারা ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংগঠনকে খবর দিলে তারা গিয়ে ময়ূর দুটিকে উদ্ধার করেন। জানা যায়, উদ্ধার হওয়া আহত দুটি ময়ূরকে উদ্ধার করার পর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সদস্য অমল রায় বলেন, আমাদের কাছে খবর আসে যে মেলার মাঠে দুটি অসুস্থ্য ময়ূর দেখতে পান। আমরা গিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। ময়ূর দুটি অসুস্থ্য রয়েছে। যার ফলে সেগুলিকে প্রকৃতি পর্যবেক্ষনে পাঠানো হবে। তারপর জঙ্গলে ছাড়বেন বন দফতরের কর্মীরা।

## আবারো পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী লেপার্ড এর দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য

**জলপাইগুড়ি ঃ** মেটেলি ব্লকের আইবিল চা বাগানের ডাঙ্গি ডিভিশন থেকে ফের একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী লেপার্ড এর দেহ উদ্ধার করা হলো।মঙ্গলবার সকালে বাগানের জনগণ আইবিল চা বাগানের ডাঙ্গী ডিভিশনের ৩৫ নম্বর সেকশন একটি লেপার্ড এর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর চাউর হতেই বহু মানুষের ভিড় হয় এলাকায়। খবর দেওয়া হয় বনদপ্তর এর খুনিয়া স্কোয়াডে। খুনিয়া স্কোয়াডের বন কর্মীরা এসে লেপার্ড এর দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য এর আগে ও এই ডিভিশনে আরো একটি লেপার্ডের দেহ পাওয়া যায়। এদিনের লেপার্ডের দেহ থেকে রীতিমত গন্ধ বের হওয়া শুরু করেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল দেহটি দুদিন আগের। খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে বলেন, লেপার্ডের দেহ উদ্ধার করে লাটাগুরি প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

## আজকের দিনটি



**মেষ ঃ** পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

**বৃষ ঃ** প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যের অবনতি।

**মিথুন ঃ** ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

**কর্ক ঃ** মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

**সিংহ ঃ** মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

**কন্যা ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

**বৃশ্চিক ঃ** লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

**তুলা ঃ** সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

**ধনু ঃ** নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

**মকর ঃ** পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

**কুম্ভ ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

**মীন ঃ** ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

**তান্ত্রিক অশোক স্বামী**

# সঠিক কাজ না করলে থামবে না ডেঙ্গুতে মৃত্যুর এই মিছিল

**ঢাকা ঃ** চেনা শত্রু ডেঙ্গু, তারপরও থামছে না মৃত্যুর মিছিল। ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৭৫২ জন মারা গেছেন।

হাসপাতালে ঠাঁই মিলছে না রোগীর। আইসিইউ এর জন্য এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ছুটে যাচ্ছেন রোগীর স্বজনেরা। স্বজন হারিয়ে আহাজারিই শুধু সঙ্গী হয়েছে তাদের।

মশক বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ নদী কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মনজুর আহমেদ চৌধুরী বলেন, ''সঠিক পথে কাজ না করলে কীভাবে থামবে এই মৃত্যুর মিছিল? দেখেন, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলামকে দিয়ে উত্তর সিটি কর্পোরেশন একটা জালিয়াতির ওষুধ কার্যক্রমের উদ্বোধন করিয়েছে। অথচ মন্ত্রীকে এমন একটা পরিস্থিতিতে ফেলার কারণে মন্ত্রণালয় থেকে কোনো তদন্ত কমিটি করা হল না। যারা এই অসৎ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত তাদের দিয়েই করা হয়েছে তদন্ত কমিটি।

''আবার দেখেন, ১০০টা ফগার মেশিন কেনা হবে, এর দাম সর্বোচ্চ দুই কোটি টাকা হবে। এর জন্য ছয় জন কর্মকর্তা জার্মানি ঘুরে এলেন। এভাবে তারা জনগণকে জিম্মি করে নিজেরা অর্থ উপার্জন করছেন। এখন ডেঙ্গুতে মৃত্যু বাড়ছে, ফলে সরকারও বাজেট বাড়াচ্ছে। তারা এটাই চায়। বেশি বাজেটের টাকা দিয়ে কেনাকাটার নামে নিজেরা সুবিধা নিয়ে নিচ্ছে। কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ওষুধই ছিটানো হচ্ছে। এগুলো দেখার কেউ নেই। তাহলে কীভাবে থামবে এই মৃত্যু?''

মশার উৎপত্তিস্থল চিহ্নিত করতে ২০২১ সালে ড্রোন ব্যবহার শুরু করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) চালু করে 'ব্যাঙ থেরাপি' অর্থাৎ ব্যাঙ দিয়ে মশা নিধন কার্যক্রম। এ ছাড়া মশা নিধনে জলাশয়ে নোভালরুন ট্যাবলেট, গাপ্পি মাছ ও হাঁস ছাড়ার ঘটনাও দেখেছেন নগরবাসী।

গত জানুয়ারিতে ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল যায় যুক্তরাষ্ট্রে। ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের কমার্শিয়াল ল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (সিএলডিপি) আমন্ত্রণে ফ্লোরিডার মায়ামিতে যান তারা। সেখানে অভিজ্ঞতা নেয়ার পর গত ২০ জানুয়ারি মায়ামি থেকে মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন, ''এতদিন ভুল পদ্ধতিতে মশা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়েছে। সে কারণে মশার লার্ভা ধ্বংস হয়নি বরং বিপুল অর্থের অপচয় হয়েছে। মায়ামির ল্যাবরেটরিতে মশার প্রজাতি নির্ণয় করে বাসিলাস টুরিংজেনেসিস ইসরাইলেনসিস (বিটিআই) দিয়ে মশা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মায়ামির সঙ্গে বাংলাদেশের আবহাওয়ার মিল রয়েছে। তাই বিটিআই দিয়ে ঢাকায় মশা নিধন করা হবে।''

এরপর শুরু হয় বিটিআই আমদানি কার্যক্রম। গত জুলাইয়ে সিঙ্গাপুর থেকে বিটিআই আমদানির ঘোষণা দেয় ডিএনসিসি। দ্রুতই পাঁচ টন বিটিআই আসে চট্টগ্রাম বন্দরে। আমদানি ও সরবরাহকারী দায়িত্বে ছিল 'মার্শাল এগ্রোভেট লিমিটেড'। যদিও ভেজাল ওষুধ সরবরাহের অপরাধে এক সময় প্রতিষ্ঠানটিকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিল ডিএনসিসি।

ঠিক যখন মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ শুরুর কথা, তখনই ধরা পড়ে সিঙ্গাপুর থেকে নয়, ওই বিটিআই এসেছে চীন থেকে। মার্শাল এগ্রো জালিয়াতি করে ডিএনসিসির কাছে গছিয়ে দিয়েছে পণ্যটি। অপরদিকে, 'বেস্ট কেমিক্যালস' জানায়, মার্শাল এগ্রোভেট বা ডিএনসিসিকে তারা বিটিআই সরবরাহ করেনি। ভেজাল ওষুধের ঘটনা তদন্তে গঠন করা হয় পাঁচ সদস্যের কমিটি। ওই কমিটির রিপোর্ট এখনও জমা হয়নি। কমিটির প্রধান ডিএনসিসির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী একেএ শরিফ উদ্দিন চলে গেছেন পোল্যান্ড। সেখান থেকে রাস্তার বাতি কিনবেন তিনি।

জানতে চাইলে ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী সেলিম রেজা বলেন, ''মশক নিধনে বিটিআই আমদানি একটি ভালো উদ্যোগ ছিল। কিন্তু আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা প্রতারণার শিকার হয়েছি। প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় কালো তালিকাভুক্ত করে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। তা ছাড়া টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ছিল কিনা, সে বিষয়ে টেন্ডার কমিটি একটি রিপোর্ট দিয়েছে। আমরা বিশেষজ্ঞ দিয়ে সেটি যাচাই করে দেখব। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে আমাদের মশক নিধনের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জনগনকে সচেতন করতে নানা ধরনের কর্মসূচি চলছে।''

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন, মশা নিধনে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ থেকে আরও ভয়াবহ হবে। বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে।

পরিস্থিতি কেন নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না, এমন প্রশ্নের জবাবে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. বেনজীর আহমেদ বলেন, ''এই মৃত্যুর দুটি দিক আছে। একটি ভাইরাস এবং অপরটি মশা। প্রথমত এই ভাইরাসের অন্তত পাঁচটি ভ্যারিয়েন্ট আছে। কেউ যদি একবার কোন একটি ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হন, তাহলে তার শরীরে শুধু ওই ভ্যারিয়েন্টের ইউমিনিটি তৈরি হয়। কিন্তু অন্য ভাইরাসে আক্রান্ত হলে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে।''

তিনি আরো বলেন, ''এক গবেষণায় দেখা গেছে, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে অর্ধেকই মারা গেছেন হাসপাতালে আসার দুই দিনের মধ্যে। অর্থাৎ দ্রুত পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। এখন এই বিষয়ে যে গবেষণা দরকার সেটা তো নেই। দ্বিতীয়ত, এডিস মশা থেকে ডেঙ্গু হচ্ছে। সেই মশা মারার কার্যক্রম তো আমরা দেখছি না। সিটি কর্পোরেশন মশা মারছে ফগার মেশিন দিয়ে। এই ফগার মেশিন কারা চালাচ্ছে? যাদের একটুও টেকনিক্যাল জ্ঞান নেই। কোন বিশেষজ্ঞও তাদের গাইড করছে না। তাহলে কীভাবে হবে?''

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক ডা. এ বি এম আবদুল্লাহ বলেন, ''আমাদের মশা মারার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু মশা মারার সঠিক পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা এখনো গ্রহণ করা হয়নি। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পদ্ধতি প্রয়োগ করে ধাপে ধাপে মশা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ এখনই হাসপাতালগুলোতে রোগী বাড়ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে সামনে বিপদ। তাই রোগী যাতে আর না বাড়ে সেজন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। মশার নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এটার সমাধান সম্ভব না। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার পর অন্য রোগব্যাধিতেও আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে। যে কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।''

জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের (নিপসম) কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কীটতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. মো. গোলাম সারোয়ার বলেন, ''শত্রুর সঙ্গে তো আপনি ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে লড়াই করতে পারবেন না। আবার এই লড়াইয়ের জন্য আপনার পর্যাপ্ত সামরিক জ্ঞান থাকতে হবে। তা না হলে আপনার গুলি শত্রুর গায়ে না লেগে নিজের গায়েও লাগতে পারে। আমরা তো শত্রু চিনি। এডিস মশা। কিন্তু দেশে মশা মারার সঠিক ব্যবস্থাপনা তো নেই। ওষুধের প্রয়োগ, সঠিক সময় ও প্রশিক্ষিত জনবল এই তিনটি ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ব্যবস্থাপনায় থাকতে হবে। কিন্তু আমরা কী সেটা করতে পারছি? ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।''

গত শনিবার রাজধানীর উত্তরায় এক অনুষ্ঠান শেষে ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন, ''ডিএনসিসি সফল নাকি ব্যর্থ, সেই বিচার জনগণ করুক। সিটি কর্পোরেশন যে সক্রিয় রয়েছে, জনগণ তা দেখছেন। আমরা বসে নেই, মশক নিধনে নিয়মিত বিভিন্ন এলাকায় ছুটে যাচ্ছি। জনগণকে সম্পৃক্ত করছি, সচেতনতা বাড়াচ্ছি। মাইকিং করে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। ডিএনসিসির ওয়েবসাইটে সবার ঢাকা অ্যাপস ও ফেসবুক পেজে এলাকাভিত্তিক মশক কর্মীর তালিকা দেয়া আছে। সবাই সরাসরি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।''

## কোচবিহার রথের মেলা মধুপুর ধাম এবং এই নামে বই প্রকাশিত হল

**কোচবিহার ঃ** কোচবিহার রথের মেলা মধুপুর ধাম এবং এই নামে বই প্রকাশিত হল। কোচবিহার সাবডিভিশনাল প্রেস ক্লাবে লেখক মাধবী দাস এই বইটির প্রকাশ করেন। কোচবিহার রথের মেলা ও ইতিহাস নিয়ে এই বইটি লেখা হয়েছে। বই এ আছে অনেক অজানা তথ্য। কোচবিহার মদনমোহন মন্দির বা রাজপ্রাসাদের সামনে কিংবা মধুপুর ধামের সামনে পাওয়া যাবে এই বইটি।

## ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রচারে আসলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং সাংসদ মিমি চক্রবর্তী

**শিলিগুড়ি ঃ** ধূপগুড়ি উপনির্বাচন নিয়ে জোর কদমে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রচার।নির্বাচনী প্রচারে আসছেন রাজ্য নেতানেত্রী থেকে শুরু করে তারকা সাংসদরা।রবিবার ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রচারে আসলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং সাংসদ অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী।এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন তারা।বিমানবন্দরে তাদের স্বাগত জানান দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ সহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা।বিমানবন্দর থেকে সোজা ধূপগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন।ধূপগুড়িতে জনসভার মধ্য দিয়ে ভোট প্রচার সারবেন তারা।

## ধূপগুড়িকে বিভাগ করার ঘোষণায় ক্ষুব্ধ শুভেন্দু অধিকারী

**শিলিগুড়ি ঃ** রাজ্যের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের শেষ মুহূর্তের প্রচারে আসলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সকালে তিনি বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন । বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন গতকাল অভিষেক ব্যানার্জি ধূপগুড়িকে মহকুমা করার কথা ঘোষণা করেছেন তাই নিয়ে অভিষেক ব্যানার্জিকে কটাক্ষ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।তিনি বলেন, অভিষেক ব্যানার্জি তার পিসির কাছ থেকে অনেক গুন পেয়েছেন। গত ২০২১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহকুমার কথা বললেও আড়াই বছর পার হয় গেলেও এখনো করেননি ।এবার ভাইপোকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন । ইন্ডিয়া জোট জিতলে ৫০০ টাকা গ্যাস হবে অভিষেকের মন্তব্যের কটাক্ষ করে শুভেন্দু জানান, এখন গ্যাসের দাম ৯০০ হয়েছে। মোদী সরকার ২০০ টাকা কমিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত ২০০টাকা কম করার। তাহলে বোঝা যাবে এই তৃণমূল মানুষের সরকার।নারী সুরক্ষা নিয়ে রাজ্যকে একহাত নেন শুভেন্দু অধিকারী ।

## কৃষকের ধান নষ্ট করেছে হাতি

**আলিপুরদুয়ার ঃ** বুনো দাঁতাল হাতি হানা দিয়ে আধা বিঘা জমির ধান নষ্ট করল মাথায় হাত কৃষকের ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল গভীর রাতে মাদারিহাটের মেঘনাৎ সাহা নগড়ে । গতকাল গভীর রাতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জঙ্গলে থেকে একটি বুনো হাতি বেরিয়ে লোকালয়ে হানা দেয় । বুনো দাঁতাল হাতি মাদারিহাটের বাসিন্দা গৌতম মঙ্গরের আধা বিঘার জমির ধান সাবাড় করে দেয় । ঘটনাস্থলে জলদাপাড়া বনবিভাগের বনকর্মীরা পৌছে হাতিটিকে জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা করে। পরবর্তীতে দাঁতাল হাতিটি জঙ্গলে চলে যায় । ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক গৌতম মঙ্গর জানান যেভাবে প্রতিনিয়ত হাতি গ্রামে প্রবেশ করে হানা দিচ্ছে এখন চাষবাস করা মুশকিল হয়ে গিয়েছে।

## শিলিগুড়ি পল্লী মঙ্গল সমিতির খুঁটি পুজা সম্পন্ন

**শিলিগুড়ি।** শিলিগুড়ি পল্লী মঙ্গল সমিতির খুঁটি পুজা সম্পন্ন হলো আজ ।এবারে ৪৭ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে তাদের পুজো ।রবিবার পল্লীমঙ্গল সমিতির মাঠে খুঁটি পূজার আযোজন করা হয় । আজ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যম দিয়ে এই খুঁটিপুজো শুরু হয়। প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও তাদের বিশেষ আকর্ষণ রামায়ণের জটায়ু পাখির আদলে মন্ডপ সজ্জা থিম প্যান্ডেলের পাশাপাশি প্রতিমাতেও বিশেষ চমক থাকছে বলে জানান পূজো কমিটির সদস্যরা ।

## তৃনমুলের নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যকে মারধরের অভিযোগ বিজেপি আশ্রীত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে

**আলিপুরদুয়ার ঃ**আলিপুরদুয়ারের একনম্বর ব্লকের পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃনমুলের নির্বাচিত সদস্যকে মারধরের অভিযোগ । অভিযোগের তীর বিজেপি আশ্রীত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে । আজ রাত ৮ নাগাদ মোটরসাইকেলে করে তৃনমুল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য সফিউল মিঞা পাতলাখাওয়া বাজার থেকে নিজের বাড়ি দিকে যাচ্ছিলেন । পথেই কয়েকজন তার পথ আটকায় । তাকে বেধড়ক মারধর করেন । দুস্কৃতিকারিদের তিনি চিনেছেন । তার মোটরসাইকেল টিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । চিৎকার চেচামেচিতে স্হানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে গেলে দুস্কৃতিরা চম্পট দেয় । প্রথমে পাচকেলগুড়ি স্বাস্হ্যকেন্দ্রে , সেখান থেকে জেলা হাসপাতালে তাকে স্হানান্তরিত করা হয় । যদিও এবিষয়ে বিজেপির কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

## শতাব্দী প্রাচীন জেসপ কারখানাটি আজ অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন

**কলকাতা ঃ** শতাব্দী প্রাচীন জেশপ কারখানা আজ অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। জেসপ রক্ষা কমিটি, তাদের আঃদোলন চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রীকুমার ব্যানার্জি ,ভোলা যাদবের নেতৃত্বে ।এই আঃদোলন দীর্ঘদিন ধরে চলছে । রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই কারখানায় যে ক'জন কর্মচারী এখনো আছেন, তারা মাসিক ১০ হাজার টাকা করে অনুদান পান। কিন্তু এখনো এই কারখানায় কোনরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার। এলাকার সমাজ বিরোধীরা দিনে রাতে পুলিশের চোখের সামনে থেকেই কারখানার ভেতর থেকে মালপত্র চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তারি প্রতিবাদে জেশপ রক্ষা কমিটি দমদম গোড়া বাজারে একটি স্ট্রিট কর্নার করে, সেই স্ট্রিট কর্নার থেকে প্রশাসনকে সজাগ থাকার অনুরোধ জানায়। পাশাপাশি বর্তমানে কোম্পানির বহু অংশে পাঁচিল ভেঙে গিয়েছে সেইগুলি সারাই এর দাবি রাখে।যাতে সেখান থেকেই কোনো জিনিস চুরি হতে না পারে।দমদম থানাকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা কারখানার ব্যাপারে উদাসীন। ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত বড় বড় স্ট্রাকচার রয়েছে তার বেশির ভাগই জেসাপ এর তৈরি করা। যেমন ধরে নেওয়া হোক ফারাক্কা ব্রিজ, মাইথন ড্যাম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এর ওপরের পরী। তাছাড়াও রেলের ওয়াগ ান এবং রেলের কোচ তৈরির জন্য একসময় জেসপ ছিল বিশ্ব বিখ্যাত। কিন্তু কেন্দ্রে এবং রাজ্যে যে সরকারি আসুক না কেন এই কারখানাকে কিন্তু কোনদিনই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি এমন একজন ব্যবসায়ীর হাতে এই কারখানাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল যে কারখানাকে না চালিয়ে সমস্ত মাল বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্ত করে। পবন রুইয়া নামে এক ব্যবসায়ীর হাতে এই কারখানা চলে যাওয়ার পর তার দৈন্যদসা আরো বৃদ্ধি পায় ,তারপর ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এই কারখানাটি। বর্তমানে এখন বেশ কিছু অসাধু প্রোমোটার চক্রান্ত চালাচ্ছে কিভাবে এই কারখানার জমি লুট করা যায়, আর প্রশাসনের একটা অংশ এদের সাথে সাত দিয়ে শ্রীকুমার ব্যানার্জি দের আন্দোলনকে যাতে থামিয়ে দেওয়া যায় তারই চক্রান্ত চলছে। জেসপ রক্ষা কমিটি এখনো আশাবাদী, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহমর্মিতার সঙ্গে এই কারখানার আবার পুনর্জীবন ঘটাবেন। মানস চৌধুরী ,দম দম।

## আমার দেশ, আমার মাটি! কামরমাসুচিত্রে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মভিটের মাটি সংগ্রহ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী!

**কেশপুর ঃ** লোকসভা ভোটের আগে আমার দেশ, আমার মাটি! ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন কর্মসূচি। এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি জায়গায় চলছে মাটি সংগ্রহের কাজ। রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর ব্লকের অন্তর্গত মোহবনিতে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মভূমির মাটি সংগ্রহ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পংকজ চৌধুরী। পাশাপাশি ক্ষুদিরাম বসুর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন তিনি। শহীদের জন্মভূমিতে বৃক্ষরোপণ করেন। তারপর শহীদ মঞ্চে ওঠে ক্ষুদিরাম বসুকে শ্রদ্ধা জানান এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। তিনি জানান যেই মাটির বীর সন্তান দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন, একটি তরুণ যুবক দেশকে স্বাধীন করার জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন, সেই বীর সন্তানের ভুমির মাটি দিয়ে তৈরি হবে দিল্লিতে শহীদ উদ্যান।

# প্লেন খারাপ, ট্রুডো এখনো ভারতে

**নয়া দিল্লি ঃ** ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর প্লেন খারাপ হয়ে গেছে। তাই তিনি এখনো ভারতেই আছেন।

ক্যানাডা থেকে ব্যাক আপ বিমান আসছে। সেই বিমানে স্পেয়ার পার্টসও আসছে। তা দিয়ে বিমান সারাবার চেষ্টা হবে বলে সরকারি কর্মকর্তারা ব্লুমবার্গকে জানিয়েছেন। ট্রুডোর সঙ্গে তার প্রতিনিধিদলের সদস্যরাও আটকে পড়েছেন। সারাতে অসুবিধা হলে ব্যাক আপ বিমানেই দেশে ফিরবেন তিনি।

সংবাদসংস্থা এএফপিকে দিল্লিতে ক্যানাডার দূতাবাসের তরফ থেকে ট্রুডোর অফিসের জারি করা একটি বিবৃতি দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই বিমানের দেখভাল ক্যানাডার বিমানবাহিনী করে। তারা জানিয়েছে, বিমানে কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে, যা রাতারাতি সারানো সম্ভব নয়। বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত প্রতিনিধিদল দিল্লিতে থাকবেন।

ট্রুডোর অফিস বলেছে, খুব তাড়াতাড়ি হলে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরতে পারেন।

ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর এবার খুব একটা মসৃন হয়নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভিযোগ করেছেন, ক্যানাডায় ভারত বিরোধী সন্ত্রাসীদের বিক্ষোভ দেখাতে দেয়া হচ্ছে। মোদী এখানে খালিস্তানপন্থিদের বিক্ষোভের কথাই বলছেন।

ট্রুডোর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আবার বলেছেন, ভারত ক্যানাডার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে।

মোদী ও ট্রুডোর মধ্যে বৈঠকও হয়নি। দুজনে জি২০'র সাইডলাইনে কিছুক্ষণ কথা বলেন।

# লিবিয়ায় ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব, মৃত ২৫০

**লিবিয়া ঃ** শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েলের তাণ্ডবে লিবিয়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পূর্ব লিবিয়ার তটভূমি ও তার কাছের এলাকা জুড়ে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে এই ঘূর্ণিঝড়।

সরকার জানিয়েছে, ঝড়ে একশজনের মৃত্যু হয়েছে। পরে জানা যায়, ডেরমাতে শহরের দুইটি বাঁধ ভেঙে যায়। তাতে শহর পুরো ভেসে গেছে। প্রচুর মানুষ সমুদ্রে ভেসে গেছেন। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে ডেরমাতে ১৫০ জন মারা গেছেন। সবমিলিয়ে এখনো পর্যন্ত ২৫০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

তবে পূর্ব লিবিয়ার সরকারে থাকা নেতা ওসামা হামাদ জানিয়েছেন, অন্তত পক্ষে দুই হাজার মানুষ মারা গেছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাঁচ হাজার মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রচুর মানুষ সমুদ্রে ভেসে গেছেন। তবে হামাদের সরকারকে জাতিসংঘ স্বীকৃতি দেয়নি। তারা ত্রিপোলির সরকারকে স্বীকৃতি দেয়।

রোববার লিবিয়ায় আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় জ্যানিয়েল। তারপর দুর্গত মানুষকে উদ্ধার করতে গিয়ে সাতজন সেনা নিখোঁজ হয়েছেন।

ঘূর্ণিঝড়ের পর লিবিয়ায় বাঁধ ভেঙে শহর ভেসে গেছে। ডেরমা শহরের ছবি। ঘূর্ণিঝড়ের পর লিবিয়ায় বাঁধ ভেঙে শহর ভেসে গেছে। ডেরমার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিও ও ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পুরো শহরে জল। বহু মানুষ গাড়ির ছাদে বসে সাহায্য চাইছেন। তাদের গাড়ি তীব্র স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

লিবিয়ায় জাতিসংঘের প্রতিনিধি গ্যাগনন বলেছেন, প্রচুর শহর ও গ্রাম বিপর্যস্ত হয়েছে। বন্যা হয়েছে। পরিকাঠামো নষ্ট হয়েছে। প্রচুর মানুষ মারা গেছেন।

ত্রিপোলিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত সরকার ত্রাণের আবেদন জানিয়েছে। তিন সদস্যের প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ''আমরা সব বন্ধু দেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।''

সোমবার সকালে তুরস্ক তিনটি বিমানে করে উদ্ধারকারী দলকে পাঠিয়েছে। আমিরাতের প্রেসিডেন্টও জানিয়েছেন, তারাও উদ্ধারকারী দল পাঠাচ্ছেন।

## সম্পাদকীয়

# পুতিন এরদোয়ান বিশেষ সম্পর্কে কার লাভ কতটা

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সর্বশেষ মস্কো সফরে ইউক্রেনের সঙ্গে শস্যচুক্তির ব্যাপারে মস্কোর আপত্তিগুলোও নিষ্পত্তি হবে এ রকম উচ্চ প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী এরদোয়ান কৃষ্ণসাগরের বন্দর দিয়ে শস্যবাহী জাহাজ চলাচল চালু করাতে ব্যর্থ হলেও, একেবারেই খালি হাতে ফিরছেন না। খাদ্য থেকে জ্বালানি সবকিছুর ক্ষেত্রে তুরস্ক প্রধান আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার ক্ষেত্রে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয়েই অনিশ্চয়তা আছে, সেটা হলো কত সময়ের মধ্যে তুরস্ক প্রধান আঞ্চলিক শক্তি হয়ে উঠতে পারবে। জুলাই মাসে কৃষ্ণসাগর শস্যচুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছিল রাশিয়া। এর পর থেকে এরদোয়ান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য বলে আসছেন। সোচি সম্মেলনে এরদোয়ান বলেন, শস্য চলাচলের পথ খোলার বিষয়ে বিশ্ব ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। এর আগে, গত মাসে রাশিয়া ও তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে শস্যচুক্তি প্রধান আলোচ্য সূচি ছিল। শস্যচুক্তিতে রাশিয়াকে ফিরিয়ে আনা

তুরস্কের প্রেসিডেন্টের জন্য অগ্রাধিকারের বিষয়। ২০২২ সালের জুলাই মাসে রাশিয়া, ইউক্রেন, তুরস্ক ও জাতিসংঘের মধ্যে যে শস্যচুক্তি হয়েছিল, তাতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল আঙ্কারা। এ চুক্তি তুরস্ককে শস্য আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে ট্রানজিটে পরিণত করেছিল। শস্যচুক্তির কারণে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছিল তুরস্ক। পুতিন কিংবা এরদোয়ান তাঁদের সম্পর্ককে রাশিয়া ও তুরস্কের জনগণের মধ্যে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করতে কতটা কাজে লাগাচ্ছেন, সেটা খুব বড় বিবেচনার বিষয় নয়। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে অবধারিতভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি হতেই থাকবে। বিশ্বে জ্বালানির অন্যতম বড় উৎপাদক রাশিয়ার ইউরোপে হারানো বাজারের বিকল্প হিসেবে তুরস্ককে প্রয়োজন। আর মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার মাধ্যমে তুরস্ক অর্থনৈতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে। পুতিনের জন্যও একটি স্বার্থ রয়েছে। তাঁর জন্য তুরস্কের সঙ্গে দর কষাকষির ভালো একটা উপায় হলো জ্বালানি। এরদোয়ানের সঙ্গে বৈঠকের পর পুতিন বলেন, 'তুরস্কে যদি প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি হাব গড়ে তোলা যায়, তাহলে সেটা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করবে।' শস্যের প্রতি এরদোয়ানের আকৃষ্ট হওয়ার কারণ যেমন নগদ অর্থ, জ্বালানির ওপর পুতিনের আকৃষ্ট হওয়ার কারণও তেমন অর্থ। ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ইউরোপের বাজারে রাশিয়ার গ্যাস প্রবেশ করত জার্মানি হয়ে। বর্তমান রাশিয়া থেকে জার্মানি পর্যন্ত নর্ড স্ট্রিম পাইপলাইনটি বন্ধ হয়ে গেছে। খুব শিগগির সেটা খুলবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ কারণেই জ্বালানি রপ্তানির জন্য মস্কোর নতুন অংশীদার দরকার। পুতিনের অগ্রাধিকারে জ্বালানি আর সেটা থেকে নিশ্চিতভাবেই লাভবান হবে তুরস্ক। দেশটির অর্থনীতি চরম প্রতিকূলতার মধ্যে রয়েছে। গত মাসে মূল্যস্ফীতি ছিল ৫৮ দশমিক ৯ শতাংশ। গত বছরের ডিসেম্বরের পর যেটি ছিল সর্বোচ্চ। একপ্রকার মরিয়া হয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে তুরস্ক। তুরস্কে রাশিয়ার জ্বালানির হাব গড়ে তোলা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু শস্যচুক্তি করা গেলে তার ফলটা খুব দ্রুত পাওয়া যাবে। এই বিরোধ কীভাবে কমিয়ে আনা যাবে, সেটাই এখন পুতিন ও এরদোয়ানের সবচেয়ে বড় দর কষাকষি করার ক্ষেত্র। পুতিন বলেছেন, শস্যচুক্তি তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত নবায়ন করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্ব তাঁর দাবি মেনে না নেয়। পুতিনের দাবি হচ্ছে, তাঁদের কৃষিপণ্য রপ্তানির ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, সেটা যেন প্রত্যাহার করা হয়, রাশিয়ার কৃষি ব্যাংককে আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যবস্থা সুইফটের সঙ্গে যুক্ত করা। মস্কোর দাবির কোনো ভিত্তি নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব। পশ্চিমাদের এই একগুঁয়েমি পুতিনকে খেলার সুযোগ করে দিচ্ছে। এরদোয়ানের সঙ্গে বৈঠকের পর পুতিন দাবি করেছেন, পশ্চিমাদের কাছে তিনি 'প্রতারিত' হয়েছেন। পুতিনের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে শস্যচুক্তির মতো মানবিক কাজের বিনিময়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যাপারটি বাস্তবে কোনো দিনই সম্ভবপর নয়। এই বছর এ পর্যন্ত সপ্তমবারের মতো দাবি করলেন, পশ্চিমাদের কাছে প্রতারিত হয়েছেন তিনি।

## জানা অজানা

### সংখ্যালঘু আয়গে বাংলাভাষীদের কোনো স্থান দেওয়া হয়নি

ধানবাদের গোবিন্দপুর গ্রামের দুর্গা মন্দির থেকে ১০ ই সেপ্টেম্বর, রবিবার,২০২৩ সন্ধ্যায় ঝাড়খন্ড বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতি এক বিশাল মশাল মিছিল আযোজন হয়, উদ্দেশ্য বাংলা রাজ্যে বাংলা ভাষীদের ন্যায্য অধিকার অবিলম্বে পূর্ণ হোক। মিছিলে আবাল - বৃদ্ধ - বনিতা বৃহৎ সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন। মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন ঝাড়খন্ড বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতির রাজ্য চেয়ারম্যান শ্রী বেগু ঠাকুর, রাজ্য কার্যকারী সভাপতি শ্রীমতি রিনা মন্ডল, রাজ্য পরামর্শ মন্ডলের সদস্যা শ্রীমতি রেখা মন্ডল এবং সহ ভাষা যোদ্ধারা।

ঝাড়খণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যের সংখ্যালঘু আয়গ গঠন হয়েছে কিন্তু অদ্ভূত ভাবে সংখ্যালঘু আয়গে বাংলাভাষীদের কোনো স্থান দেওয়া হয়নি। রাজ্যে স্থাপনের পড়ে সংখ্যালঘু আয়গের প্রথম সভাপতি শ্রী নির্মল চ্যাটার্জি হয়েছিলেন কিন্তু এবার সূচি থেকে নাম মুছে দেওয়া হলো।

ঝাড়খণ্ড বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অবাঞ্চিত ঘটনার প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে সংখ্যালঘু আয়গে রাজ্যের বাংলাভাষীদের একজন ভাইস চেয়ারম্যান এবং একজন কার্যকারী সমিতির সদস্য নিযুক্ত করার দাবি জানাচ্ছি।

# মঙ্গলদৈতে বজরং দলের অস্ত্র প্রশিক্ষণের বিষয়টির ক্ষেত্রে এআইইউডিএফ এর সভা স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন

### এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

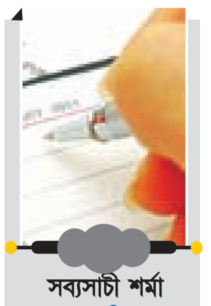

সব্যসাচী শর্মা
প্রাবন্ধিক

অসম বিধানসভা অধিবেশন এর প্রথম দিন মঙ্গলদৈতে বজরং দলের অস্ত্র প্রশিক্ষণের বিষয়টির ক্ষেত্রে সভা স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন করেছে এআইইউডিএফ। দলটির বিধায়ক আমিনুল ইসলাম এই প্রস্তাব উত্থাপন করে এক্ষেত্রে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। এক্ষেত্রে সরকারের তরফের দেওয়া জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত চলিত বছরের ২৭ জুলাই মঙ্গলদৈ বিদ্যালয়ে এক যোগ শিবির আয়োজন করেছিল জাতীয় বজরং দল। এই শিবিরে জাতীয় বজরং দলের সদস্যদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অসম বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিন এই বিষয়টি নিয়ে সভা স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন করেছে এআইইউডিএফ। দলটির বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বলেন এক্ষেত্রে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এই শিবিরে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। এক্ষেত্রে একজন বিধায়ক এবং একজন প্রাক্তন বিধায়ক বিষয়টিতে সমর্থন জানিয়েছিলেন। একটি সরকার থাকা কালীন বেআইনিভাবে যদি অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে এটার অর্থ বিজেপি সরকার হিন্দুকে নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।ৎ যদি কোনো মুসলমান সংগঠন এই ধরনের প্রশিক্ষণ দেয় সেটারও বিরোধিতা জানানো হবে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন জাতীয় বজরং দলের সঙ্গে বিজেপি কিংবা আরএসএসের কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। সত্যিই যদি এভাবে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে। প্রমাণ পেলে এই বিষয়টির উপর কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কোনো দল সংগঠনকে এভাবে আইন বিরোধী অস্ত্র প্রশিক্ষণের শিবির আয়োজন করতে দেওয়া হবে না। এমনকি আলকায়দাও যদি আসে তাহলেও এই ধরনের তৎপরতার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে সরকার। ফলে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

# রাজ্যে ৩ দিনের বিদ্যুৎ সংকটের জন্য বিধানসভা স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন করা যুক্তিহীন বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

### এই ধরনের বিদ্যুৎ সংকট রাজ্যে ফের উৎপন্ন হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০২৮ সালে ৪০০০ মেগা ওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে বলে ঘোষণা

সব্যসাচী শর্মা

বিদ্যুৎ সংকট বিষয় নিয়ে অসম বিধানসভা অধিবেশন উত্তাল। বিরোধীপক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই বিষয় নিয়ে সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করার পাশাপাশি সভা স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। এই প্রস্তাব না মানলে বিরোধীরা সদন ত্যাগ করবে বলে অনুমান করে অবশেষে সেটা মেনে নিতে বাধ্য হয় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্যে ৩ দিনের বিদ্যুৎ সংকটের জন্য বিধানসভা স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন করা যুক্তিহীন। কারণ ইতিমধ্যে এই সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। তিনি জানান এই ধরনের বিদ্যুৎ সংকট রাজ্যে ফের উৎপন্ন হবে না। এর জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করে নিয়েছে সরকার। বর্তমানের ২৫০০ মেগাওয়াটের বিপরীতে আগামী ২০২৮ সালে রাজ্যে ৪০০০ মেগা ওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে বলে ঘোষণা করেন তিনি।

প্রসঙ্গত অসম বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিন রাজ্যের সৃষ্টি হওয়া বিদ্যুৎ সংকটের ক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে সভা স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। কংগ্রেস, এআইইউডিএফ, নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ এবং সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার এক্ষেত্রে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। তবে যেহেতু নতুন স্থায়ী ভবনে অসম বিধানসভার অধিবেশন আয়োজন করা হয়েছিল ফলে প্রথম দিনই বিরোধীপক্ষ সদন ত্যাগ করলে রাজু ঘোষের কাছে ভুল বার্তা যাবে এই অনুমান করে সরকার বিরোধীদের এই প্রস্তাব অবশেষে মেনে নিয়েছে। তবে এই প্রস্তাব আলোচনা সময় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈর মধ্যে বেশ কয়েকবার বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হওয়া পরলোকিত হয়েছে। এই প্রস্তাবের বিরোধী পক্ষের উত্থাপন করা যাবতীয় অভিযোগের জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কংগ্রেসের হয়ে বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ বলেন গত জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে ব্যাপকভাবে লোডশেডিং হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ ব্যাপক অসুবিধা সম্মুখীন হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমান ৬৩ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহক রয়েছেন। কিন্তু বিদ্যুতের এই জরুরীকালীন সেবার প্রভাব রাজ্যের সম্পূর্ণ তিন কোটি ৩০ লক্ষ ব্যক্তির উপরে পড়ে। বর্তমান সরকারের দুই বছর চার মাস সময় অতিক্রম করার পর অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী এক্ষেত্রে ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী কেন ১৮০ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিভাগকে দিয়ে রাজ্যে ২৪ ঘঃটা বিদ্যুৎ সরবর ব্যবস্থা করছেন না সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ বলেন এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে আগাম অনুমান করে ৬০০ কোটি টাকা বিদ্যুৎ ফান্ড হিসেবে সরকারের রেখে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি, কোনো স্ট্যাটাজি প্রস্তুত করা হয়নি। অহরহ গুজরাট মডেলের কথা বলা বিজেপি সরকার গুজরাটের বিদ্যুতের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা উচিত ছিল। রাজ্য সরকার বিদ্যুতের ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব পালন করেনি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার বলেন অসমে ৪০ শতাংশ সারফেস ওয়াটার রয়েছে। কিন্তু অসমে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে না। তাছাড়া রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল কয়লা সৌর শক্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করলে রাজ্যে বিদ্যুতের অভাব থাকত না। বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা ক্রমাগত নিম্নগামী হচ্ছে। ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতির রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি সরকার। বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে কিন্তু উৎপাদনে ক্ষেত্রে সরকার গুরুত্ব দেয়নি। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা বিহীনভাবে সরকার চলছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি। বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন গত ৩১ আগস্ট থেকে প্রখর রোদের পর রাজ্যের বিদ্যুৎ বিভাগের লোডশেডিং অব্যাহত রয়েছে। এমনকি বিভিন্ন এলাকায় ১০ ঘন্টা করে বিদ্যুৎ কর্তন করতে দেখা গেছে। রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে না। এক্ষেত্রে কোন ধরনের গুরুত্ব না দিয়ে সরকার বাইরে থেকে বিদ্যুৎ কিনে গ্রাহকদের বেশি দামে বিক্রি করছে। সারা দেশের মধ্যে বিদ্যুতের মাশুলের ক্ষেত্রে ৭.৭০ টাকা প্রতি ইউনিট নিয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছে অসম। মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লিতে গিয়ে বিদ্যুৎ ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন। সরকারের অদূরদর্শিতার জন্য সাধারণ মানুষ বিদ্যুতের সমস্যায় ভুগছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি।

কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ বলেন সরকারের দৃষ্টিকোণে পরিবর্তন করতে হবে। যেখানে ৬৩ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহকের স্বার্থ জড়িত রয়েছে সেটার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কথায় কথায় মুখ্যমন্ত্রী ৫০০ কোটি টাকা, এক হাজার কোটি টাকা বিলিয়ে দিচ্ছেন। সরকার শুধুমাত্র কেবিনেট মিটিং, চার্টার ফ্লাইট, গিনিজ রেকর্ড গড়তে ব্যস্ত রয়েছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুতের চাহিদা বললে উন্নয়ন হওয়া বোঝায়। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন হাইলাকান্দি গিয়ে সড়ক নির্মাণের কথা বলছিলেন। অথচ সেখানে তার কেবিনেট বৈঠকের খরচ কমিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা বলা উচিত ছিল। বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রাণ হারাচ্ছেন। ফলে বিভিন্ন ফ্লাইওভার নির্মাণের পরিবর্তে বিদ্যুতের প্রতি সরকারের অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া বলেন বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সরকারের দেওয়া উচিত। অর্থাৎ কত বিদ্যুতের চাহিদা, বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা এক বছরে কত বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে, আগামী দু বছরে বিদ্যুতের চাহিদা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? প্রতিটি বিষয়ে সরকারের আগের থেকে অনুমান করা উচিত। কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু করেছিলেন। সেখান থেকে ৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বরাক উপত্যকাকে দিতে হবে এই শর্তে স্থানীয় কৃষকরা নিজেদের জমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান বরাক উপত্যকায় ৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে না। কেন বরাক উপত্যকাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি।

বিরোধী পক্ষে উত্থাপন করা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন শুধুমাত্র তিন দিন রাজ্যে বিদ্যুতের সংকট দেখা দিয়েছিল। সেটা নিয়ে বিরোধীপক্ষ হুলুস্থুল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অথচ গত তিনদিন ধরে রাজ্যে কোন ধরনের লোডশেডিং হয়নি। ২০২১-২২ সালে রাজ্যে কোন ধরনের লোডশেডিং হয়নি। মাত্র ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুতের অভাব ছিল। ২০২২ ২৩ সালে যেখানে জম্মু কাশ্মীরে ১৭০ মেগাওয়াট, রাজস্থানে ১৯০ মেগাওয়াট, উত্তরপ্রদেশে ৭৮০ মেগাওয়াট, মধ্যপ্রদেশে ১০৯ মেগাওয়াট, মহারাষ্ট্রে ২০০০ মেগাওয়াট, ঝাড়খন্ডে ৩৩৬ মেগাওয়াট ইত্যাদি বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্যুতের অভাব ছিল সেই সময়ে অসমের অভাব ছিল মাত্র তিন মেগাওয়াট। তিনি বলেন এখন থেকে রাজ্যে আর লোডশেডিং এর সমস্যা থাকবে না। কোনো বিদ্যুৎ সংকটের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না। সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে ফারাক্কা থেকে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রাজ্যের আনা সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনি বলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাটি ব্যর্থতা বোঝায় না। কংগ্রেস বিধায়ক রকিবুল হোসেন একাংশ চা বাগানে বিদ্যুৎ সমস্যার কথা উল্লেখ করার বিষয়টি উত্থাপন করে তিনি বলেন চা বাগান এলাকায় শ্রমিকের বকেয়া বিদ্যুতের বিল রেহাই দেবে সরকার। রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা এভাবে আগে সৃষ্টি না হওয়ার ফলে বিদ্যুৎ নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়নি। প্রতিবছর বিদ্যুতের চাহিদা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই বছর হঠাৎ করে এভাবে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার আসল কারণ আজও অজানা বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এটাও কারণ হতে পারে যে এক লক্ষ যুবক যুবতীদের চাকরি দেওয়ার ফলে রাজ্যে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর জন্যই হয়তো বিদ্যুতের চাহিদা হঠাৎ করে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ আনা ছাড়া অন্য বিকল্প নেই। কারণ রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব নয়। তাছাড়া আগামী বছর থেকে নুমলিগড়ের ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে। রাজ্যে নতুন করে স্থাপন হওয়া পেপসিকো কোম্পানিকে ২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিতে হবে। অর্থাৎ আগামী বছর থেকে রাজ্যের প্রয়োজন হবে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। এই সরকারের শেষের দিকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা ৪০০০ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পাবে বলে ঘোষণা করেন তিনি। এভাবে বিদ্যুতের সংকট নিয়ে সমালোচনা করলে এপিডিসিএল এর কর্মচারীরা হতাশ হয়ে পড়েন। ফলে তাদের অস্বস্তিতে খেলা উচিত নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

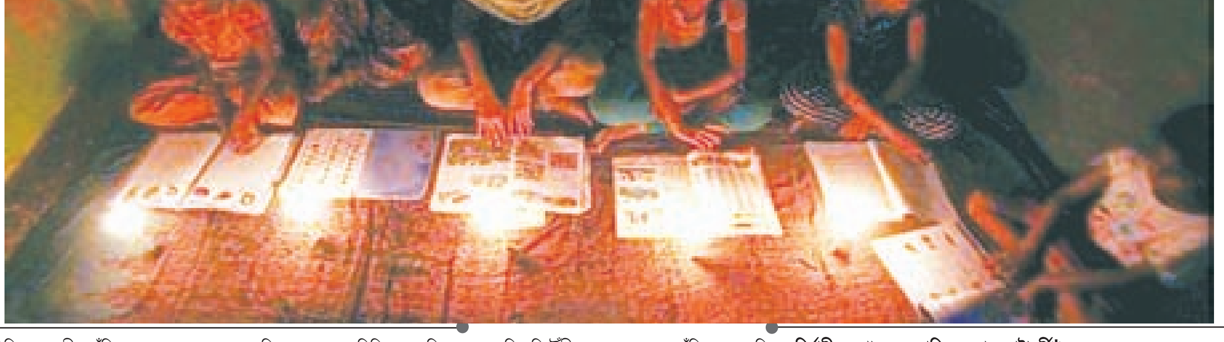

## সাময়িকী

# ঈশ্বরদীর মন্টু, মার্কিন লেখক জো গ্রিফত ও ডিসলেক্সিয়া

গওহার নঈম
কলামিস্ট

মন্টুদের বাড়ি পাবনার ঈশ্বরদীতে। ভালো দাবা খেলে, মাত্র ১২ বছর বয়সে সে যেভাবে ফুটবল খেলে, তা দেখে চমকে যেতে হয়। বড়দের টিমে তার ডাক আসে। বাঁড়ান দুই পা তার সমানে চলে। সেই সঙ্গে চলে বুদ্ধি। ফুটবল যে এখন বুদ্ধিরও খেলা, মন্টু সেটা খুব ভালো বোঝে। তারপরও মন্টুর মার বুকফাটা আর্তনাদ 'আমার ছাওয়ালডা একটা গাধা'। পঞ্চম শ্রেণি থেকেই সে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। স্কুলের শিক্ষক থেকে নিচু ক্লাসের ছাত্ররা পর্যন্ত তাকে নানা নামে ডাকে। 'হ্যাদা মন্টু' থেকে শুরু করে বুদ্ধিহীনতার সঙ্গে যুক্ত সব শব্দই তার জন্য বরাদ্দ ছিল।

যাঁরা বিশিষ্ট মার্কিন লেখক জো গ্রিফতের লেখা হাউ ডিসলেক্সিক বেনি বিকেম আ স্টার ঃআ স্টোরি অব হোপ ফর ডিসলেক্সিক চিলড্রেন অ্যান্ড দেয়ার প্যারেন্টস বইটা পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মন্টুকে কেন স্কুল ছাড়তে হয়েছে। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত এই বই আসলে সফল রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ী, লেখক, উপস্থাপক, প্রেরণামূলক বক্তা জো গ্রিফতের নিজেরই জীবনকাহিনি। তাঁর গল্পের বেনিকে স্কুলে যেমন সবাই বোকারাম বলে ডাকত, জো কেও একই নামে ডাকত সবাই। মন্টুকেও ডাকে একই কায়দায়।

জো এর বুদ্ধিমত্তার কোনো অভাব ছিল না, যেমন নেই আমাদের মন্টুরও। এরা লেখার সময় শব্দ ও বর্ণের ক্রম উল্টে ফেলে, হাতের লেখা খারাপ হতে পারে, সবার মতো করে শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না, উচ্চ স্বরে পড়ার সময় উচ্চারণে সমস্যায় পড়ে, পঠিত বিষয়বস্তুর অর্থ না বোঝা ইত্যাদি। ইংরেজিতে শিশুর এই পরিস্থিতিকে ডিসলেক্সিয়া বলে, বাংলায় এই অবস্থাকে অনেকে 'পঠন বিকার' বলে থাকেন।

শিশুর এই আলামত মূলত প্রাথমিক শৈশবকালীন বছরগুলোতে, বিশেষ করে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর প্রকাশ পেতে থাকে বা জানাজানি হয়। ক্রমেই শিশুটি ক্লাসে একা হয়ে যায়। অন্যদের থেকে সে পিছিয়ে গিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে। স্কুলে দেওয়ার আগে মাবাবারা বা অভিভাবকেরা যখন অক্ষর চেনানো বা হাতে ধরে লেখার কাজ শুরু করেন, তখনই কিন্তু শিশুর ডিসলেক্সিয়াজনিত সীমাবদ্ধতাগুলো শনাক্ত করা সম্ভব। যেমন এ ধরনের পরিস্থিতির শিশু একই রকম দেখতে অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। M W b d তার কাছে একই অক্ষর মনে হয়। অনেক সময় সে ক্ক লেখে উল্টো করে। এ রকম দেখলে তাকে অমনোযোগী ভেবে শাস্তির পর শাস্তি দিয়ে তার মনোবল নষ্ট করে দেওয়া ঠিক হবে না।

মনে রাখতে হবে, ডিসলেক্সিয়া একধরনের মানসিক অবস্থা মাত্র, এটা শিশুদের তথ্য বোঝার, উপলব্ধি ও ব্যবহার করার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। এই সমস্যা শিশুর পড়াশোনার ওপরই প্রভাব ফেলার পাশাপাশি তার রোজকার কাজকর্ম যেমন জুতার ফিতা বাঁধা, শার্টের বোতাম তাড়াতাড়ি আটকানো ইত্যাদিকেও সমানভাবে প্রভাবিত করে। ডিসলেক্সিয়ায় আক্রান্ত কোনো শিশুর পড়া ও লেখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় সঠিক শিক্ষাদানের কে।শল এবং নির্দেশ অনুসরণ করার মাধ্যমে। এই ধরনের শিশুদের সেই সব কাজ করায় উৎসাহ প্রদান করা উচিত, যা করতে তারা পারদর্শী। এ ছাড়া অনেকে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলে থাকেন। তার মানে এই নয় যে এদের জন্য আলাদা স্কুল করতে হবে। শিক্ষক ও মাবাবা এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে শিশুকে বিকল্প উপায়ে শিখতে সাহায্য করা উচিত। আর কী কী প্রাথমিক লক্ষণ দেখে ডিসলেক্সিয়া চেনা যায় সব শিশুর ক্ষেত্রে একই ধরনের আলামত দেখা যাবে, এটা ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। সাধারণভাবে যেসব লক্ষণ দেখা যায়, সেগুলো হচ্ছে ঃ

স্কুলে যাওয়ার আগে ঃ

১. অক্ষর ও শব্দ চিনে মনে রাখতে না পারা, ২. অক্ষরের সঙ্গে আওয়াজের সম্পর্ক (ধ্বনি বা ফোনেটিক্স) বুঝতে না পারা, ৩. নতুন শব্দ শিখতে সময় লাগা, ৪. অক্ষর, সংখ্যা বা ছড়া মনে রাখতে সমস্যা।

স্কুলের প্রাথমিক এবং মধ্যস্তরে

১. তথ্য বা সংখ্যা মনে রাখতে না পারা, ২. বাজে হাতের লেখা, পেনসিল ধরতে সমস্যা, ৩. ছড়া বা কবিতা মনে রাখতে না পারা, ৪. এক রকম দেখতে অক্ষরে তফাত না করতে পারা, ৫. ঠিকমতো বানান না লেখা, ৬. কথা বলতে গিয়ে শব্দ মনে না করতে পারা, ৭. নির্দেশানুযায়ী কাজ করতে না পারা, ৮. পাটিগণিতে সমস্যা, ৯. নতুন ভাষা শিখতে সমস্যা।

কিশোর ও পরিণত বয়সে

১. গড়গড় করে বা জোরে জোরে কিছু পড়তে অসুবিধা, ২. রসবোধ, ধাঁধা, ছড়া বা বাগ্‌ধারা বুঝতে না পারা, ৩. কবিতা বা গল্প পড়ে মনে রাখতে না পারা, ৪. সারসংক্ষেপ করতে না পারা, ৫. অঙ্ক করতে না পারা, ৬. সময়ানুবর্তিতার অভাব

চিকিৎসা কী ঃ ডিসলেক্সিয়ার কোনো নির্দিষ্ট বা নিশ্চিত চিকিৎসা নেই। যত তাড়াতাড়ি এর উপসর্গগুলো চিহ্নিত করা যাবে, ততটাই জরুরি ভিত্তিতে কোনো বিশেষজ্ঞ মনোবিদের পরামর্শ নিতে হবে। ডিসলেক্সিয়ায় আক্রান্ত কোনো শিশুর পড়া ও লেখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় সঠিক শিক্ষাদানের কে।শল এবং নির্দেশ অনুসরণ করার মাধ্যমে। এই ধরনের শিশুদের সেই সব কাজ করায় উৎসাহ প্রদান করা উচিত, যা করতে তারা পারদর্শী। এ ছাড়া অনেকে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলে থাকেন। তার মানে এই নয় যে এদের জন্য আলাদা স্কুল করতে হবে। শিক্ষক ও মাবাবা এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে শিশুকে বিকল্প উপায়ে শিখতে সাহায্য করা উচিত। যেমন শিশুকে ক্লাসের পড়া অডিও রেকর্ড করে শোনানো। ত্রিমাত্রিক অক্ষর ছুঁয়ে ও স্পর্শ করিয়ে অক্ষর চেনানো সম্ভব অথবা ছবি দেখিয়ে নতুন শব্দ শেখানো যায়। এ ছাড়া আইইপি বা ইনডিভিজ্যুয়ালাইজড এডুকেশন প্ল্যান ঃ একটি বিশেষ পরিকল্পনামাফিক ছোট ছোট লক্ষ্য তৈরি করে পড়তে উৎসাহ দেওয়া।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

# বিরোধী পক্ষের সদন ত্যাগের পরিকল্পনা জেনে নতুন বিধানসভা ভবনের প্রথম দিনের গরিমা রক্ষার স্বার্থে সভা স্থগিত প্রস্তাবের আলোচনায় রাজি সরকার

**১৫ মিনিট সদন স্থগিত করে বিএসসি বৈঠকের মাধ্যমে আলোচনার জন্য সময়সীমা ভাগ করার উদ্যোগ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির**

সব্যসাচী শর্মা

**গুয়াহাটি ঃ** পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী সোমবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে অসম বিধানসভার অধিবেশন। যেটা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিন তিনটি বিষয়ে নিয়ে সভা স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল বিরোধী পক্ষ। বিরোধী পক্ষের সদন ত্যাগের পরিকল্পনা জেনে নতুন বিধানসভা ভবনের প্রথম দিনের গরিমা রক্ষার স্বার্থে সভা স্থগিত প্রস্তাবের আলোচনায় রাজি হয়ে যায় সরকার। এমনকি অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি ১৫ মিনিটের জন্য সদন স্থগিত করে বিএসসি বৈঠকের মাধ্যমে আলোচনার জন্য সময়সীমা ভাগ করে দিয়েছেন।

অসম বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিন সকালেই নবনির্মিত বিধানসভা ভবনের সম্মুখে একটি বিশাল আকারের মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তি উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া অধিবেশনের পর এমএলএ হোস্টেলের চত্বরে ১০ জন বিধায়কের জন্য নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন তিনি। এই দুই অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি সহ অন্যান্য মন্ত্রী এবং শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়কদের অধিকাংশ উপস্থিত ছিলেন। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে বিধায়ক অখিল গগৈ এদিন হাতে হারিকেন এবং হাত পাখা নিয়ে বিধানসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। মূলত রাজ্য অব্যাহত থাকা ব্যাপক বিদ্যুৎ সংকটের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতীক হিসাবে হাতে হারিকেন এবং হাত পাখা নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

এদিনের অধিবেশনের শেষের দিকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে সরকারের পক্ষ থেকে অসম পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার সংশোধনী আইন বিষয়ক বিল উত্থাপন করা হয়। একই সঙ্গে শিলচরের গুরুচরণ মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতিকরণের পাশাপাশি রাজ্যের বেশ কয়েকটি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতিকরণের ক্ষেত্রে বিল উত্থাপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য অসম মোটর ভেহিকেল ট্যাক্সেশন আমেন্ডমেন্ট অর্ডিন্যান্স ২০২৩ উত্থাপন করেছেন। মন্ত্রী অজন্তা নেওগ, মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস, মন্ত্রী বিমল বরা, মন্ত্রী নন্দিতা গার্লসা, মন্ত্রী চন্দ্রগ্রহণ পাটোয়ারী নিজেদের বিভাগের আমেন্ডমেন্ট অর্ডিন্যান্স ২০২৩ উত্থাপন করেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের প্রতিবেদন এদিন বিধানসভায় দাখিল করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত অসম বিধানসভা অধিবেশনে প্রথম দিন প্রশ্ন-উত্তরের পরেই বিরোধীপক্ষ তিনটি বিষয় নিয়ে সভাস স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। রাজ্যে ব্যাপক ভাবে অব্যাহত থাকা বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সভা স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল কংগ্রেস, এআইইউডিএফ, নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ এবং সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার। তাছাড়া মঙ্গলদৈ মহাবিদ্যালয় ভারতীয় বজরং দলের অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে সমাজ স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন করেছে এআইইউডিএফ। একইভাবে বহরি সত্রে ভাঙ্গন নিয়ে সভা স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক শেরমান আলী। বিরোধী পক্ষের এই প্রস্তাব উত্থাপনের পরেই বিষয়টি মানা হবে কি হবে না সে ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি নানা ধরনের মন্তব্য করে এক্ষেত্রে নিজের মতামত দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বিরোধীপক্ষর এই প্রস্তাব স্বাভাবিকভাবেই অস্বীকার করতেন তিনি।

তাছাড়া বিরোধীপক্ষ প্রথম থেকেই পরিকল্পনা করেছিল তাদের প্রস্তাব নাকচ হওয়ার পরেই সম্পূর্ণ বিরোধীপক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে সদন ত্যাগ করবে। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বিধানসভার নেতা হিসেবে তিনি প্রস্তাব দিচ্ছেন যাতে বিরোধী পক্ষের সভা স্থগিত প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বিধানসভার অধ্যক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি জানতে পেরেছেন বিরোধী পক্ষের সভা স্থগিত প্রস্তাব গ্রহণ করা না হলেই তারা সদন ত্যাগ করবে। বিরোধীপক্ষের যাবতীয় পরিকল্পনা আগেই জেনে যান বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন শিলং এ থাকার পর সেখান থেকে এই প্রথম স্থায়ী ভবনে এসেছে বিধানসভা। ফলে নবনির্মিত স্থায়ী ভবনে অসম বিধানসভার অধিবেশনের প্রথম দিন যদি বিরোধী পক্ষ এভাবে সদন ত্যাগ করে তাহলে রাজ্য বাসীর কাছে একটি ভুল বার্তা যাবে। এর জন্যই সরকার বিরোধী পক্ষের সভা স্থগিত প্রস্তাব মেনে নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সাময়িকভাবে সদন স্থগিত করে বিএসসি বৈঠক আহ্বান করে এই সভা স্থগিত প্রস্তাবগুলো সংক্রান্তে আলোচনার জন্য সময়সীমা প্রত্যেককে ভাগিয়ে দেওয়া চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে বিধানসভার অধ্যক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সেই হিসাবে অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি সকাল ১০৫৫ নাগাদ ১৫ মিনিটের জন্য সদন স্থগিত করেন। সদন স্থগিত করে বিএসসি বৈঠক আহ্বান করেছিলেন তিনি। অবশেষে সকাল ১১২৫ নাগাদ ফের সদনের কার্যসূচি শুরু হয়। অধ্যক্ষ জানান বিদ্যুৎ সংকটের বিষয়ে দুই ঘন্টা আলোচনা হবে। এর মধ্যে এক ঘন্টা বিরোধীপক্ষ এবং এক ঘন্টা শাসক পক্ষের সরকারি জবাবের জন্য নির্ধারিত থাকবে। তাছাড়া বাকি দুটো বিষয়ে শুধুমাত্র একজন বক্তা বক্তব্য তুলে ধরবেন এবং সরকার সেটার জবাব দেবে। এরপর সরকারের পক্ষ থেকে যাবতীয় বিল উত্থাপন করা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এক্ষেত্রে অসম গণ পরিষদের বিধায়ক ফণী ভুষণ চৌধুরী বলেন বিধানসভা পরিচালনা নীতিনিয়ম অনুযায়ী সভা স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন হলে অন্য কোনো কার্যসূচী উত্থাপন হয় না। তাছাড়া এক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি বিষয়কে সভা স্থগিত প্রস্তাব বলে গণ্য করা হবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা সরকারের মতামত ব্যক্ত করেন। অবশেষে সামান্য হেরফের করে যাবতীয় কার্যসূচি পালন করা হবে বলে ঘোষণা করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি।

# নিজের জীবনের প্রতি হুমকি থাকার দোহাই দিয়ে অসম পুলিশ প্রত্যাহার করা পিএসও ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কাতর অনুরোধ বিধায়ক শেরমান আলীর

**পিএসওকে মিসইউজ না করার শর্ত দিয়ে বিধায়ককে সুরক্ষা ব্যবস্থা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার**

সব্যসাচী শর্মা

**গুয়াহাটি ঃ** প্রত্যেক অসম বিধানসভা অধিবেশনে এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যেটাতে প্রতিজন বিধায়ক মন্ত্রীদের মধ্যে হাসির রোল উঠা পরিলক্ষিত হয়। বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনই এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক শেরমান আলী এবং তাকে পিএসও ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তার কাতর আহ্বান। নিজের জীবনের প্রতি হুমকি থাকার দোহাই দিয়ে অসম পুলিশ প্রত্যাহার করা পিএসও ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কাতর অনুরোধ জানান তিনি। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন জেলা পুলিশ সুপারের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিধায়কের পিএসও প্রত্যাহার করা হয়েছিল। তবে অবশেষে পিএসওকে মিসইউজ না করার শর্ত দিয়ে বিধায়ককে সুরক্ষা ব্যবস্থা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত অসম বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিন প্রশ্নোত্তর কালে মাটিয়া ডিটেনশন ক্যাম্প সংক্রান্ত এক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক শেরমান আলী। তবে এই বিষয়টির পাশাপাশি তিনি সঙ্গে বলেন তার জীবনের প্রতি ব্যাপক হুমকি রয়েছে। একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে তার বিভিন্ন শত্রু থাকা স্বাভাবিক। ফলে জীবনের প্রতি থাকা হুমকির পরেও বিনা কারণে অসম পুলিশ তার পিএসও প্রত্যাহার করে নিয়েছে। যেহেতু তার জীবনে যেকোনো সময় বিপদ সৃষ্টি হতে পারে। ফলে অতি শীঘ্র অসম পুলিশ যেন তার পিএসও অর্থাৎ পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার ফিরিয়ে দেয় সে ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন মাটিয়া ডিটেনশন ক্যাম্প সংক্রান্ত প্রশ্নের মধ্যে এই ব্যক্তিগত বিষয়টি জুড়ে দিয়েছেন বিধায়ক শেরমান আলী। এই দুই বিষয়ের মধ্যে কোনো ধরনের মিল নেই। অথবা এক বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়টির সঙ্গে কোনো ধরনের যোগ সূত্র নেই। তবে বরপেটা জেলায় সংঘটিত এক ঘটনায় বিধায়ক শেরমান আলী নিজের পিএসও অরুণ নাথকে অন্য এক ব্যক্তিকে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে যদি ওই পিএসও গুলি করতেন তাহলে এর পরবর্তী ঘটনা কি হতো এক্ষেত্রে চিন্তা করার জন্য বিধায়ক শেরমান আলীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন নিজের পিএসওকে তুই তোকারি বলে সম্বোধন করা উচিত নয়। তাছাড়া পিএসও অরুণ নাথ এই সংক্রান্ত থানা একটি এজার দাখিল করেছেন। জেলা পুলিশের তরফে বলা হয়েছে এই পরিস্থিতিতে বিধায়ক শেরমান আলীকে সুরক্ষা ব্যবস্থা দেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বিধায়ক শেরমান আলী বলেন রাগের মাথায় তিনি এইসব কথা বলেছিলেন। তবে এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া উচিত হয়নি। তাছাড়া পিএসও অরুণ নাথ নিজের এজাহারে তার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেননি বলে জানান বিধায়ক। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বিধায়ক মাঝেমধ্যে রাগের মাথায় এই ধরনের কাজ করেন। তবে ক্ষেত্রে একটু ভাবনা চিন্তা করা উচিত। বিধায়কের জীবনের প্রতি হুমকি থাকতে পারে তবে যদি বিধায়ক এই বিধানসভায় মুখেই বলে দেন যে তিনি পিএসও মিস ইউজ করবেন না তাহলে সেটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি কোনো বিধায়কের এটা করা উচিত নয়। অবশেষে বিধায়ক শেরমান আলীকে পিএসও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুনর বহাল করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

# হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও দুই বছর সম্পূর্ণ হওয়া বন্দীদের ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রেখেছে সরকার অভিযোগ বিধায়ক শেরমান আলীর

**এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার**

সব্যসাচী শর্মা

**গুয়াহাটি ঃ** অসম বিধানসভা অধিবেশন এর প্রথম দিন হাইকোর্টের নির্দেশের দোহাই দিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে দুই বছরের উপরে বন্দী হয়ে থাকা ব্যক্তিদের রেহাই দেওয়ার দাবীতে সরব হয়ে উঠেন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক শেরমান আলী। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে রেহাই পাওয়া ব্যক্তিদের প্রতি সপ্তাহে থানায় হাজির হওয়ার নিয়ম শিথিল করার আহ্বান জানান কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার। এক্ষেত্রে জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য সোমবার থেকে শুরু হওয়া অসম বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিন প্রশ্নোত্তর কালে বিধায়ক শেরমান আলী এক স্পর্শকাতর বিশ্ব উত্থাপন করে বলেন গোয়ালপাড়া জেলার মাটিয়া শরনার্থী শিবিরে অর্থাৎ ডিটেনশন ক্যাম্পে দুই বছর অতিক্রম করা বহু বন্দী রয়েছেন। অথচ এক্ষেত্রে হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে দুই বছর সম্পূর্ণ হলেই সে ব্যক্তিকে রেহাই দিতে হবে। কিন্তু সরকার সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ অবলম্বন করছে না। শুধুমাত্র দুবছর বন্দি জীবন অতিক্রম করাই নয় ১৪ বছরের নিচের বহু শিশু সেখানে বন্দি হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি।

এই বিষয়ে সরকারি জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন মাটিয়া বিধানসভা ডিটেনশন ক্যাম্পে দুই বছর বন্দী জীবন কাটানো পাঁচ জন ব্যক্তি রয়েছেন। এক্ষে তোর হাইকোর্টের একটি নির্দেশ দেওয়ার কথাটি সত্য। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টও এই সংক্রান্ত একটি পৃথক নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ হাইকোর্টের নির্দেশের তুলনায় ভিন্ন। এই বিষয়ে স্পষ্ট একটি গাইডলাইন দিয়েছে আদালত। ফলে এক্ষেত্রে বিস্তারিত ভাবে অধ্যয়ন করছে সরকার। যাবতীয় নির্দেশ তথা বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে অতি শীঘ্র সরকার প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার বলেন ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি পাওয়ার পর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সপ্তাহে একদিন করে স্থানীয় থানাতে হাজির হওয়া বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ফলে এই নিয়ম শিথিল করার দাবি জানান তিনি। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই নিয়ম সরকারের নয় বরং আদালত এক্ষেত্রে নির্দেশ দিয়েছে। ফলে যদি এই নিয়ম শিথিল করা প্রযোজন তাহলে আদালতে আবেদন জানাতে হবে। ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকা ব্যক্তি যদি হারিয়ে যায় সেটার দায়িত্ব নেবে না সরকার। কারণ আগেও এই ধরনের বহু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যেখানে ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকা ব্যক্তি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে হারিয়ে গেছেন। ফলে আদালত যদি দায়িত্ব নিয়ে এই নিয়ম শিথিল করে দেয় তাহলে এক্ষেত্রে সরকারের কোনো আপত্তি থাকবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

# রাজ্যের বিধানসভা কেন্দ্রগুলো রসগোল্লার মতন একই মাপের হওয়া সম্ভব নয় বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার পর বিধানসভা কেন্দ্রের দূরত্ব সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপন এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়ার**

**গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ** অসমের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্র গুলোর পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা নির্বাচন কমিশনের অযথা সমালোচনা করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বিধানসভা কেন্দ্রগুলোর মাপ কিংবা পরিধি ভিন্ন হতেই পারে। রাজ্যের বিধানসভা কেন্দ্রগুলো রসগোল্লার মতন একই মাপের হওয়া সম্ভব নয় বললাম মন্তব্য করেছেন তিনি। পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার পর বিধানসভা কেন্দ্রের দূরত্ব সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপন করেছিলেন এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া। এরই জবাবে মুখ্যমন্ত্রী পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে রসগোল্লার মাপের কথা উল্লেখ করেছেন। সোমবার থেকে শুরু হওয়া অসম বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিন প্রশ্নোত্তর কালে পুনর্গঠনের পর বিভিন্ন কেন্দ্রের দৈর্ঘ্য ৫০-৬০ কিলোমিটারের বেশি হওয়ার ফলে এক্ষেত্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রযোজনে ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া। তিনি বলেন নির্বাচন কমিশন ডিলিমিটেশন করার সময় এক একটি বিধানসভা কেন্দ্রের দৈর্ঘ্য ৭০ কিংবা ৮০ কিংবা ৯০ কিংবা কিংবা ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে। এমনকি তার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র মনিপুর থেকে মিজোরাম সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ফল অতি শীঘ্রই বরাক উপত্যকায় শিলঘাট এবং বাঘবর সেতু নির্মাণের দাবি উত্থাপন করেছেন তিনি। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন পুনর্গঠনের আগেও এমন বহু বিধানসভা কেন্দ্র ছিল যেটার দৈর্ঘ্য ১০০ কিলোমিটার উপর হিসাবে নির্ধারিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপে তিনি বৈঠালাংসু বিধানসভা কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই কেন্দ্রের পরিধি মেঘালয় সীমান্ত থেকে জাগীরোদ পর্যন্ত ছিল। তবে পুনর্গঠনের পর এটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একইভাবে দিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের পরিধি এত বিশাল ছিল যে এক কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও স্থানীয় বিধায়ক অতুল বরার সমস্যা থেকে যেত। এক কোটি টাকার অর্থ হলো একটি হাতির সামনে একটি কলা খাদ্য হিসেবে দেওয়া। তবে পুনর্গঠনের পর এই কেন্দ্রকেও দুই ভাগ করা হয়েছে। ফলে নির্বাচন কমিশনের উপরে মন্তব্য করার আগে প্রত্যেকের অনেক কিছু ভেবে নেওয়া উচিত। তার নিজস্ব জালুকবাড়ি কেন্দ্রের দৈর্ঘ্য ১০০ কিলোমিটার এর উপর রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনি এর মধ্যে বরাক উপত্যকা সফর করে এসেছেন। বর্তমান ব্রহ্মপুত্রের উপরে সেতু নির্মাণের ফলে উদারবন্দ এলাকার সমস্যা সমাধান হয়েছে। তাছাড়া সিলঘাট সেতু নির্মাণের কথা ইতোমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে অযথা নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করা উচিত নয়। কারণ রেস্টুরেন্টের রসগোল্লার মত মাপের বিধানসভা কেন্দ্র সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তবে লোকনির্মাণ বিভাগ ইতিমধ্যে পুনর্গঠনের পরের সৃষ্টি হওয়া বিধানসভা কেন্দ্র হিসাবে সাব ডিভিশন গড়ার কথা ঘোষণা করেছে। অন্যান্য বিভাগগুলো একইভাবে নবনির্মিত উপজেলা কিংবা মহকুমা হিসেবে নিজেদের পরিধি অতি শীঘ্র নির্ধারণ করবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

# রাজ্যে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত করে আলোচনা প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

**অসমে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে প্রতিটি চুক্তি রুপায়ন করছে সরকার**

**গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ** অসম বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনই জঙ্গি সমস্যা সমাধান এবং আলোচনা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন রাজ্যে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত করে আলোচনা প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া অসমে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে প্রতিটি চুক্তি রুপায়ন করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। বিশেষ করে অতি কম দিনের মধ্যে বিটিআর চুক্তির প্রতিটি দফা রুপায়ন করা হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত বিজেপি বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেং অসম বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনের প্রথম প্রশ্ন কার্বি বিদ্রোহী সংগঠনের সঙ্গে শান্তি চুক্তি রুপায়নের ক্ষেত্রে উত্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে অসম সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং কার্বি আংলং বিদ্রোহী সংগঠনের মধ্যে দিল্লিতে ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার বিষয়টি উত্থাপন করেছেন তিনি। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কার্বি আংলং চুক্তি স্বাক্ষরিত করার সময় কার্বি স্বশাসিত পরিষদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার কথা সরকার ঘোষণা করেছিল। তবে বহু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভারতের সংবিধানের সংশোধনের প্রযোজনীয়তা হবে। তবে ২০১৯ সালের ভারতের সংসদের সংবিধান সংশোধন বিলে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গেও আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রকে সবিস্তার জানানো হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় ভাষা অভিহনে সংবিধানের অষ্টম অনুচ্ছেদে সেটার অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান ছয় মাসের মধ্যে কার্বি আংলং এলাকার বাইরে থাকা কার্বিদের জন্য কার্বি ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল গঠন করা সম্ভব কিনা সে ক্ষেত্রে বিবেচনা করছে সরকার। ইতিমধ্যে বড়ো কাছারি ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। একই আদলে এবার কার্বি ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল গঠন করা হবে। একই বিষয়ে বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন ২০১১ এবং ২০২১ সালে কার্বি আংলং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১০-১২ সালে ডিমা হাসাও চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পাশাপাশি ১৯৯৩, ২০০৩ সালে বড়ো চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল। কিন্তু সেই চুক্তিগুলো সঠিকভাবে রূপায়ণ করা হয়নি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি। বিশেষ করে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেটা পালন করেনি সরকার। এর ফলে সংগঠনগুলোর মধ্যে ব্যাপক অসুন্তসের সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন বিধায়ক। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান গত দুই বছরে বিভিন্ন বিদ্রোহের সংগঠনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি দ্রুত রূপায়ণ করা হচ্ছে। বিটিআর চুক্তির বিভিন্ন দফা ৯০ শতাংশ কিংবা ৭০ শতাংশ কিংবা ৮০ শতাংশ ইতিমধ্যে রুপায়ন করা হয়েছে। বিটিআর গহপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। কার্বি আঙ্গুলের ছয়টি সংগঠনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে সেখানে আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ডিমাসা নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তার তাছাড়া এই জেলাটি নতুনভাবে গঠন করা হবে। যাবতীয় চুক্তি রুপানের ক্ষেত্রে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

## ১০ হাজারে কোহলির পরই রোহিত

**কোলম্বো ঃ (ওয়েবডেস্ক)** ঃ মাইলফলকটা রোহিত শর্মা ছুঁতে পারতেন পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচেই। ২২ রান দূরে থাকতেই অবশ্য থামেন ভারত অধিনায়ক। আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে তিনি পেয়েছেন টানা দ্বিতীয় ফিফটি, এ ইনিংসের পথেই ওয়ানডে ক্যারিয়ারে ১০ হাজার রান হয়ে গেছে তাঁর। বিরাট কোহলির পর ইনিংসের হিসাবে দ্বিতীয় দ্রুততম ব্যাটসম্যান হিসেবে এ মাইলফলক ছুঁলেন তিনি।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এশিয়া কাপে সুপার ফোরের ম্যাচে রোহিত খেলছেন তাঁর ২৪১তম ইনিংস। ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁতে কোহলির লেগেছিল ২০৫ ইনিংস। রোহিত টপকে গেছেন এত দিন এ তালিকায় দুইয়ে থাকা কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারকে। ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁতে তাঁর লেগেছিল ২৫৯ ইনিংস।
এ ম্যাচে কোহলির সঙ্গেও একটা রেকর্ড হয়ে গেছে রোহিতের। ওয়ানডেতে অষ্টম জুটি হিসেবে দুজন মিলে যোগ করেছেন ৫ হাজার রান। তালিকায় সবার ওপরে টেন্ডুলকার ও সৌরভ গাঙ্গুলীর জুটি, দুজন মিলে যোগ করেছিলেন ৮২২৭ রান।
সব মিলিয়ে ১৪তম ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডে ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁলেন রোহিত। তাঁর আগে ভারতের পাঁচজনের আছে এ কীর্তি। কোহলি ও টেন্ডুলকার ছাড়াও রোহিতের আগে ১০ হাজারের তালিকায় ভারত থেকে আছেন সৌরভ গাঙ্গুলী, রাহুল দ্রাবিড় ও মহেন্দ্র সিং ধোনি।

১০ হাজার রানে দ্রুততম (শীর্ষ ৫)

| ব্যাটসম্যান | ইনিংস |
|---|---|
| বিরাট কোহলি (ভারত) | ২০৫ |
| রোহিত শর্মা (ভারত) | ২৪১ |
| শচীন টেন্ডুলকার (ভারত) | ২৫৯ |
| সৌরভ গাঙ্গুলী (ভারতএশিয়া) | ২৬৩ |
| রিকি পন্টিং (অস্ট্রেলিয়াআইসিসি) | ২৬৬ |

এর আগে ৯ হাজার রানের দ্রুততম ব্যাটসম্যানের তালিকায় রোহিত ছিলেন তিনে, ৮ হাজার ও ৭ হাজার রানের তালিকায় পাঁচে। তবে এর আগের মাইলফলকগুলোয় রোহিত ছিলেন বেশ পিছিয়ে। ৫ হাজার রানের মাইলফলকে যেতে তাঁর লেগেছিল ১৪২ ইনিংস। মানে পরের ৫ হাজার রান মাত্র ৯৯ ইনিংসেই ছুঁয়ে ফেললেন ভারতের 'হিটম্যান'।
কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেও আজ ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন রোহিত। দুনিথ ভেল্লালাগের বলে বোল্ড হওয়ার আগে ভারত অধিনায়ক ৫৩ রান করেছেন ৪৮ বলে, ফিফটিতে যান ৪৪ বলে। এর আগে পাকিস্তানের বিপক্ষেও তিনি খেলেন ৪৯ বলে ৫৬ রানের ইনিংস।
আজকের ইনিংসটি রোহিতের ক্যারিয়ারের ৫১তম ফিফটি। ক্যারিয়ারে আছে ৩০টি সেঞ্চুরিও। ৫০ বা এর বেশি রানের ইনিংসের সংখ্যায় রোহিতের চেয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এগিয়ে টেন্ডুলকার (১৪৫), কোহলি (১১২), দ্রাবিড় (৯৪), গাঙ্গুলী (৯৩) ও ধোনি (৮২)।

## তৃতীয়বার আইসিসির মাসসেরা হয়ে বাবরের ইতিহাস

**কোলম্বো ঃ (ওয়েবডেস্ক)** ঃ গতকাল এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারতের কাছে রেকর্ড ব্যবধানে হেরেছে বাবর আজমের পাকিস্তান। এমন হারের এক দিন পরই অবশ্য একটা সুখবর পেলেন পাকিস্তান অধিনায়ক। তৃতীয়বারের মতো আইসিসির মাসসেরা পুরুষ ক্রিকেটার হয়েছেন তিনি। আগস্টে সেরা নারী ক্রিকেটার হয়েছেন আয়ারল্যান্ডের আরলিন কেলি। আগস্ট মাসে সেরা ক্রিকেটার হওয়ার পথে পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর টপকে গেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকা নিকোলাস পুরান ও পাকিস্তান সতীর্থ শাদাব খানকে। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে তিনবার মাসসেরার পুরস্কার জিতলেন বাবর। এর আগে ২০২১ সালের এপ্রিল ও ২০২২ সালের মার্চে সেরা হয়েছিলেন ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের এখনকার ১ নম্বর ব্যাটসম্যান। গত মাসের শুরুটা অবশ্য ভালো ছিল না বাবরের। শ্রীলঙ্কায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিপক্ষীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে আউট হন কোনো রান না করেই। তবে সিরিজের পরের দুই ম্যাচে করেন ফিফটি। আগস্টের শেষদিকে নেপালকে এশিয়া কাপে ২৩৮ রানে হারানোর ম্যাচে বাবরের ব্যাট থেকে আসে ১৫১ রান। যেটা ছিল ওয়ানডেতে বাবরের ১৯তম সেঞ্চুরি, সব মিলিয়ে ৩১তম। আগস্টে বাবর মোট রান করেছেন ২৬৪। ৬৬ গড়ের সঙ্গে স্ট্রাইক রেট ছিল ৯২.৩০। গত আগস্টে ওয়ানডেতে চার ম্যাচ খেলা বাবর অন্য দুই সংস্করণে খেলেননি। তবে সেটিই যথেষ্ট হয়েছে সেরার পুরস্কার জিততে। বাবরের সঙ্গে মনোনয়ন পাওয়া অলরাউন্ডার শাদাব সমান ৪ ম্যাচ খেলে উইকেট নিয়েছেন ৮টি, রান করেছেন ৯৪। অন্যদিকে পুরান আগস্টে খেলেছেন শুধু ৫টি টি টোয়েন্টি। ভারতের বিপক্ষে খেলা সিরিজে একটি ফিফটির সঙ্গে দুটি চল্লিশোর্ধ্ব রানের ইনিংস খেলেছিলেন পুরান। তৃতীয়বার মাসসেরা হয়ে বাবর তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, 'আগস্টের আইসিসির মাসসেরা খেলোয়াড় হওয়ায় বেশ ভালো লাগছে। দলের জন্য গত মাসটি ছিল অসাধারণ, আমিও দলের জন্য কিছু দারুণ পারফরম্যান্স করেছি। দীর্ঘ সময় পর পাকিস্তানে এশিয়া কাপ ফিরেছিল, মুলতান ও লাহোরের ক্রিকেটপাগল দর্শকদের সামনে খেলতে পারা দারুণ ছিল। আর মুলতানে আমার মানুষদের সামনে দেড় শর বেশি রান করায় আনন্দটা দ্বিগুণ হয়েছিল।'

# ভারতশ্রীলঙ্কা ম্যাচের ফলাফল যেভাবে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

**কোলম্বো ঃ** কোনো টুর্নামেন্টের মাঝ পর্যায়ে এসে নেট রান রেট নিয়ে হিসেব নিকেশ করাটা বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এবং দলের সমর্থকদের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারের এশিয়া কাপের চিত্রটিও একেবারেই ব্যতিক্রম নয়।
টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে ম্যাচ হেরে গিয়ে বা বাজে পারফর্ম করে আসর থেকে বের হয়ে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি করা, তারপর পরের ম্যাচে জিতে রানরেটে এগিয়ে থাকার চেষ্টা করা বা গ্রুপের অন্য দলগুলোর ম্যাচের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকার মত পরিস্থিতিতে একাধিকবার পড়তে হয়েছে বাংলাদেশ দলকে। সবশেষ ২০২১ সালের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই স্কটল্যান্ডের কাছে হেরে গিয়ে সুপার টুয়েলভ পর্বে কোয়ালিফাই করতে রীতিমত ঘাম ঝরাতে হয়েছে বাংলাদেশ দলকে।
এবারের এশিয়া কাপেও গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে যাওয়ার পর অনিশ্চয়তা তৈরি হয় সুপার ফোরে ওঠা নিয়ে। পরের ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে বড় জয় পাওয়ায় অবশ্য আফগানিস্তান আর শ্রীলঙ্কার মধ্যকার শেষ ম্যাচের দিকে কার্যত তাকিয়ে থাকতে হয়নি। তবে সুপার ফোরে আবার শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের কাছে হেরে গিয়ে এখন আবার শ্রীলঙ্কার দুই ম্যাচের ফলাফল আর ভারতকে বড় ব্যবধানে হারানোর সমীকরণের হিসেব নিকেশ শুরু করতে হচ্ছে বাংলাদেশ দল ও দলের সমর্থকদের।
কারণ কাগজে কলমে শ্রীলঙ্কা নিজেদের শেষ দুই ম্যাচ ¯ ১২ই সেপ্টেম্বর ভারতের বিপক্ষে আর বৃহস্পতিবার ১৪ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে ¯ জয় পেলে ভারতকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে বাংলাদেশের ফাইনালে কোয়ালিফাই করার ক্ষীণ সম্ভাবনা এখনো টিকে থাকে।
সমীকরণ কী বলছে?
শুক্রবার ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ শুধুই নিয়ম রক্ষার ম্যাচে পরিণত হবে যদি শ্রীলঙ্কা তাদের পরের দুই ম্যাচ না জেতে।
১২ই সেপ্টেম্বরের ভারতশ্রীলঙ্কা ম্যাচে ভারত জিতলেই তারা ফাইনালের জন্য কোয়ালিফাই করবে। তখন ১৪ই সেপ্টেম্বরের পাকিস্তানশ্রীলঙ্কা ম্যাচের বিজয়ী ভারতের সাথে ফাইনালে কোয়ালিফাই করবে। আবার ১২ই সেপ্টেম্বর ভারত হারলেও যদি শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানম্যাচে পাকিস্তান জিতে যায়, সেক্ষেত্রেও বাংলাদেশের ফাইনালে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। কারণ তখন শ্রীলঙ্কা আর পাকিস্তান ৪ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে যাবে আর শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ জিতলেও কোনো লাভ হবে না।
কাজেই বাংলাদেশভারত ম্যাচে সমীকরণের খেলা তখনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে যদি শ্রীলঙ্কা সুপার ফোরে অপরাজিত থাকে। সেক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট হবে ৬ এবং ভারত ও পাকিস্তানের পয়েন্ট দাঁড়াবে ২'এ।
সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে তখন বাংলাদেশ ভারতকে হারালে তিন দলেরই পয়েন্ট দাঁড়াবে দুইয়ে।
তখন নেট রান রেটের হিসেবে নির্ধারিত হবে কোন দল ফাইনালে উঠবে।
তিন দলের মধ্যে এই মুহূর্তে নেট রানরেটে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ভারত, তাদের নেট রানরেট ৪.৫৬। তারপরেই অবস্থান বাংলাদেশের, ¯০.৭৪৯।
আর ভারতের সাথে বড় ব্যবধানে হেরে নেট রানরেটে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে পাকিস্তান। তাদের নেট রানরেট ¯১.৮৯২।
সমীকরণের স্বার্থে যদি ধরেও নেয়া হয় ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে সুপার ফোরে তাদের শেষ দুই ম্যাচে জয় পেয়েছে শ্রীলঙ্কা।
এরকম পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কা ৬ পয়েঃট নিয়ে আর কোনো হিসেব ছাড়াই ফাইনালে উঠে যাবে। তাদের নেট রানরেটে কোনো ভূমিকা থাকবে না অন্য দলগুলোর সমীকরণে।
পাকিস্তানও কার্যত তখন ছিটকে যাবে ফাইনালের হিসেব থেকে। কারণ শ্রীলঙ্কার সাথে হারলে তাদের নেট রানরেট বাড়ার কোনো সুযোগ নেই।
ভারতের সাথে বড় ব্যবধানে হেরে এখন তাদের নেট রান রেট বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান তিন দলের মধ্যে সবচেয়ে কম, ¯১.৮৯।
তখন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যেকার শেষ ম্যাচে বড় ব্যবধানে ভারতকে হারাতে হবে বাংলাদেশকে। কারণ ভারতের নেট রানরেট ৪.৫৬ আর বাংলাদেশের নেট রানরেট ¯.৭৪৯.
এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ দল স্বাভাবিকভাবেই চাইবে ভারত যেন শ্রীলঙ্কার সাথেও বড় ব্যবধানে হারে।
কারণ শ্রীলঙ্কার সাথে হারের ব্যবধান যত বড় হবে, ভারতের নেট রানরেটও তত কমবে আর ভারতকে শেষ ম্যাচে হারানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় ব্যবধানও তত কমতে থাকবে। আপাতত হিসেবের সুবিধার্থে যদি ধরে নেয়া যায় ভারতের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা খুবই সামান্য ব্যবধানে জয় পেয়েছে। সেক্ষেত্রে ভারতের নেট রানরেট খুব একটা কমবে না।
এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ভারত ম্যাচের হিসেব নিকেশ কী হবে?
শেষ ম্যাচে ভারত আগে ব্যাট করলে নিশ্চিতভাবে চাইবে বড় স্কোর দাঁড় করিয়ে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের ওপর চাপ তৈরি করতে।
আগে ব্যাটিং করে ভারত যদি ৩৫০ রান করে, তাহলে বাংলাদেশকে ১২'এর উপর রানরেটে ব্যাট করে ভারতের রান তাড়া করে হবে।
অর্থাৎ নেট রানরেটে এগিয়ে থেকে ম্যাচ জিততে তখন ভারতের ৩৫০ বাংলাদেশকে তাড়া করতে হবে ২৮ ওভার দ২ বলে।
একইভাবে ভারত যদি ৩০০ রান করে, তাহলে বাংলাদেশকে সেই রান তাড়া করতে হবে ২৬ ওভার ৩ বলে। আর ভারতের রান যদি হয় ২৫০, তাহলে বাংলাদেশকে সেই রান তাড়া করতে হবে ২৪ ওভার ১ বলে। এই হিসেবে, আগে ব্যাট করা ভারতকে বাংলাদেশ যত কম রানে থামাতে পারবে, ততই বেশি সময় বাংলাদেশ পাবে সেই রান তাড়া করার জন্য।
অন্যদিকে বাংলাদেশ যদি আগে ব্যাটিং করে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের ওপর চাপ থাকবে বড় স্কোর দাঁড় করানোর। অন্যদিকে ভারতের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপকে কম রানে আটকে ফেলার চাপটাও থাকবে বাংলাদেশের বোলারদের ওপর।
বাংলাদেশ শুরুতে ব্যাট করে ৩৫০ রান করলে ভারতকে তাদের অল আউট করতে হবে ৮৪ রানের মধ্যে। অন্যদিকে বাংলাদেশ যদি ৩০০ রান করে, তাহলে ভারতকে তাদের অলআউট করতে হবে ৩৪ রানের মধ্যে।
ক্রিকেট বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করছেন এরকম পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ টস জিতলে বোলিং নেয়ার চেষ্টা করবে এবং শ্রীলঙ্কার স্পিন উইকেটের ফায়দা তুলে ভারতকে যত কম রানে সম্ভব আটকে দেয়ার চেষ্টা করবে।
তবে এই সব সমীকরণ অকার্যকর হয়ে যাবে যদি সুপার ফোরে নিজেদের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানকে না হারাতে পারে অথবা আজ ভারত শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দেয়।

# সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছে ফ্রান্স ও বাংলাদেশ : ভোজসভায় ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ

**ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ** ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশকে সহায়তা করার জন্য তার দেশের অটল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। রবিবার রাতে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করে। সেখানে ম্যাক্রোঁ এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ফ্রান্স ও বাংলাদেশ সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছে।

ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের মানুষ, ফ্রান্সের জনগণের পূর্ণ সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে পারে। তিনি বলেন, আমি এই ইস্যুতে আপনার (শেখ হাসিনার) নেতৃত্বের প্রশংসা করতে চাই। আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন রয়েছে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের জন্য প্রধানত দায়ী দেশগুলোকে বোঝানো এবং এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করার ব্যাপারে আপনি ফ্রান্সের ওপর নির্ভর করতে পারেন। ফ্রান্স আবার আপনার পাশে থাকবে।

কাউকে ধমক দেয়া বা অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এমন বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ। তিনি বলেন, নতুন সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি একটি অঞ্চলে, আমরা তৃতীয় উপায় প্রস্তাব করতে চাই। আমাদের অংশীদারদের ধমক দেয়ার বা অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাদের ওপর এমন কোনো স্কিম চাপানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়।'

তার সফরের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরেন ম্যাক্রোঁ। বলেন, ফ্রাঁসোয়া মিতেরার সফরের তিন দশকেরও বেশি সময় পর, আমরা আমাদের দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করছি। ফ্রান্সকে সম্মান করার জন্য এবং আপনার আমন্ত্রণে, পুরো ফরাসি প্রতিনিধিস

টিমকে সম্মান জানানোর জন্য, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ভোজসভায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ ও ফ্রান্স কৌশলগত সম্পদ ও উন্নত প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করছে। তিনি বলেন, ফ্রান্স স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী। আমরা দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের ওপর মনোযোগ দিয়ে একটি শক্তিশালী বাণিজ্য অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছি। আমরা কৌশলগত সম্পদ এবং উন্নত প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করছি।

শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, আমি আত্মবিশ্বাসী যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, ইন্দো-প্যাসিফিক এবং এর বাইরেও সকলের জন্য ভাগাভাগি সমৃদ্ধির জন্য কৌশলগত অবস্থায় যেতে পারে। আমাদের অংশীদারিত্ব যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের একাধিক সংকট মোকাবেলায় একটি অর্থবহ শক্তি হতে পারে আমাদের বিশ্ব যেসব সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের জনগণ এখানে আপনাকে এবং আপনার প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানাতে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

# যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামের সম্পর্ক উন্নয়নকে স্বাগত জানালেন দুই দেশের নেতা

**ভিয়েতনাম ঃ** যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামের নেতারা সোমবার পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করার জন্য একটি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। পাশাপাশি উদ্ভাবন ও বিনিয়োগে বাড়ানোর সম্ভাবনার কথা বলেছেন

হ্যানয়তে ভিয়েতনামী প্রেসিডেন্ট ভো ভন থুওংএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দুই দেশের জনগণের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে চ্যালেঞ্জগুলি রয়েছে সে বিষয়ে সহযোগিতাকে আরও গভীর করার বিষয়ে কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে বলেন, আমরা যে অবধি ও যত দ্রুত এসেছি তা অসাধারণ।

থুওং এই চুক্তিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, এটি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

বাইডেন আগেই প্রাইম মিনিস্টার ফাম মিন চিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। দু'জন অংশগ্রহণও করেছিলেন এক বাণিজ্যিক সম্মেলনে। সেখানে বাইডেন ক্লাউড কম্পিউটিং, সেমিকন্ডাক্টার্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ভিয়েতনামের সঙ্গে যৌথতাকে আরও গভীর করার বিষয়ে আলোচনা করেন।

তিনি একে যুক্তরাষ্ট্র-ভিয়েতনাম সম্পর্কের একটি নতুন পর্যায় বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, দুই দেশের অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখতে হবে।

বাইডেন বলেন, আমার আজকের বার্তাটি বেশ সহজ। আর তা হল, আসুন এটি বজায় রাখি।

এই বৈঠকে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামের সেমিকন্ডাক্টার্স, প্রযুক্তি ও বিমান সংস্থাগুলির শীর্ষ কার্যনির্বাহী কর্মকর্তারা।

হোয়াইট হাউজ বোয়িং ও ভিয়েতনাম এয়ারওয়েজের মধ্যে ৭৮০ কোটি ডলার চুক্তির ঘোষণাও করেছে। বলা হয়েছে, এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ হাজার চাকরিতে সুবিধা হবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম তাদের সম্পর্ককে বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করার একদিন পরেই হয় সোমবারের এই আলোচনা। এই পদক্ষেপকে হোয়াইট হাউজ অভূতপূর্ব ও গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিপক্ষ চীনের স্তরে উঠে আসবে ওয়াশিংটন। কেননা, চীনেরও ভিয়েতনামের সঙ্গে উচ্চস্তরের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে।

# টুকরো খবর

## অভিনব উদ্যোগ , মিড ডে মিলে পড়ুয়াদের পাতে ইলিশ

**ফলতা (সুদেষ্ণা মন্ডল) ঃ** ডিম ও মাংস এখন অতীত পড়ুয়াদের পাতে এখন ইলিশ।পড়ুয়ারা যাতে সঠিক পুষ্টি পায় তার জন্য সরকারের তরফ থেকে চালু করা হয়েছে মিড ডে মিল । এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে পড়ুয়াদের প্রতিদিন পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়। পুষ্টিকর সেই খাবারের তালিকায় থাকে মাছ, ডিম, মাংস, সোয়াবিন ইত্যাদি। তবে কোন কোন সময় কপাল খারাপ থাকার কারণে মিড ডে মিলের খাবারে পাওয়া যায় সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি, জোঁক ইত্যাদি। এসব নিয়ে পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে কম অভিযোগ নেই। কখনো কখনো আবার নিম্নমানের খাবারের অভিযোগ তুলতে দেখা যায় পড়ুয়া থেকে অভিভাবকদের। তবে এসবকে অতীত করে এবার পড়ুয়াদের মিড ডে মিলের পাতে পড়ছে রূপোলি ফসল ইলিশ । মিড ডে মিলে পড়ুয়াদের পাতে ইলিশ দেওয়ার বিষয়টি অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য হলেও এমনই উদ্যোগ নিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পারোগনার ফলতা অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুলে। আর এই নিয়ে এখন রাজ্যজুড়ে চরম চর্চা। কেননা মিড ডে মিলের খাবার মানেই আমরা ভাত, ডাল, সবজি, সোয়াবিন ইত্যাদি বুঝে থাকে। কখনো কখনো কপাল ভালো হলে পাওয়া যায় চিকেন। তবে এসবের মধ্যেই এখন ইলিশ পাতে পড়ায় খুশি পড়ুয়া থেকে অভিভাবকরা।অভিভাবক ও স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, এমন অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় মূলত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দৌলতে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রতিদিন পড়ুয়াদের একই রকম খাবার দিতে পছন্দ করেননা। সেই কারণেই তিনি খাবারের মেনুতে হামেশাই পরিবর্তন আনেন এবং পড়ুয়াদের পাতে সুস্বাদু খাবার তুলে দেওয়ার চেষ্টা চালান। এখন যেহেতু ইলিশের মরশুম তাই ইলিশকেই বেছে নিয়েছেন তিনি । এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক তিলক নস্কর জানান, প্রতিনিয়ত মিড ডে মিলের খাবারের পরিবর্তন করা হয় স্কুলে। খাবারের মেনুতে পরিবর্তন এনে কখনো ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন, কখনো আবার বিরিয়ানির মতো খাবারও হয় । আর এবার এককদম এগিয়ে পড়ুয়াদের পাতে ইলিশের ব্যবস্থা হল । তবে যেদিন এমন আযোজন করা হয় সেই দিন আযোজনে দু'রকম ব্যবস্থা থাকে । স্কুলের একেবারে ক্ষুদে পড়ুয়াদের বাগদা চিংড়ি আর বড়দের জন্য ইলিশ। ইলিশ মাছে বেশি কাঁটা থাকে আর সেই কাঁটা যাতে খুদে পড়ুয়াদের গলায় আটকে না যায় তার জন্য তাদের চিংড়ি দেওয়া হয়।

## ডোমজুড় খুনের তদন্তে পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে মিললো খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র

**ডোমজুড় ঃ** খুনের তদন্তে নেমে পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালিয়ে মিললো খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র। কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দলের ডুবুরি নামিয়ে ডোমজুড়ের কাটলিয়ার 'পাস পুকুর' থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়স্ত্রটি। এর আগে বুধবার উদ্ধার হয়েছিল মৃত মহিলার মোবাইল ফোনটি। এদিন পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে সকাল থেকেই চলছিল খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটির খোঁজ। অবশেষে কাটলিয়ার 'পাস পুকুর' থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করে তা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ডোমজুড়ে তরুণী খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত মৃতার স্বামী চন্দন মাজিকে সঙ্গে নিয়ে বুধবার সকাল থেকে চলে তল্লাশি। মাকড়দহের কাটলিয়ার পুকুরে জাল ফেলে প্রথমে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা চালায় পুলিশ। একইসাথে খোঁজ চলে তরুণীর মোবাইলের। খুনের পর আগ্নেয়াস্ত্রটি পুকুরে ফেলা হয় বলে জানিয়েছিল ধৃত চন্দন মাজি। পরপর দু'দিনে মোবাইল ফোন এবং আগ্নেয়াস্ত্র দুটিই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পুরনো বিবাদ এবং ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকেই অনুশ্রীকে খুন করেছিল স্বামী চন্দন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তকারীদের জেরায় চন্দন এমনটাই জানিয়েছে। তবে এই খুনের পিছনে আর অন্য কেউ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছেন ডোমজুড় থানার আধিকারিকরা।

## বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এলাকার পুরুষ ও মহিলারা বৃষ্টির জলে ভিজে একাকায় বিদ্যুতে পরিষেবার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন

**মালদা** বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এলাকার পুরুষ ও মহিলারা বৃষ্টির জলে ভিজে একাকায় বিদ্যুতে পরিষেবার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন। ঘনঘন লোডশেডিং তার উপরে তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন গোটা গ্রাম। শনিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এলে তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। দিনভর বিদ্যুৎ দপ্তরের একটি গাড়ি এবং কর্মীদের আটকে রাখে গ্রামবাসীরা বলে অভিযোগ। পুরাতন মালদার সাহাপুর অঞ্চলের নিত্যানন্দপুর এলাকার ঘটনা। জানা যায় পুরাতন মালদা ব্লকের নিত্যানন্দপুর, নাগেশ্বরপুর এবং সাহাপুর এলাকায় তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই। ফলে প্রচন্ড গরমে সমস্যায় পড়েছেন গ্রামবাসী। তার সঙ্গে প্রচন্ড এই গরমে গোটা গ্রাম জুড়ে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা।

## বিদ্যুৎ বিভ্রাটে জেরোবার চাঁচলবাসী।শুধু চাঁচল নয় পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিও একই সমস্যায় জর্জরিত

**মালদা ঃ** বিদ্যুৎ বিভ্রাটে জেরাবার চাঁচলবাসী।শুধু চাঁচল নয় পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিও একই সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার তরফে আগাম সতর্কীকরণ না করেই টানা দুই ঘন্টা বিদ্যুৎ বিভ্রাট করে রাখে চাঁচল ফিডার সহ বিভিন্ন এলাকার ফিডারে।ক্ষুব্ধ হয়ে শুক্রবার রাত ১১ টা নাগাদ বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো এলাকাবাসী।মালদহের চাঁচল বিদ্যুৎ দপ্তরের ঘটনা।দপ্তরের কর্মীদের না পাওয়ায় আরোও জোড়ালো হয় বিক্ষোভ। টানা এক ঘন্টা ধরে চলতে বিক্ষোভ অভিযোগ,টানা এক সপ্তাহ ধরে রাত হলেই চাঁচল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় লোডশেডিং দেখা দেয়। যার জেরে সমস্যা পরে সাধারণ মানুষ।কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় গরম বেড়েছে।তার উপর গোদের ওপর বিষফোড়া ঘা লোডশেডিং।ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল হতে হচ্ছে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলকেই।শুক্রবার লোডশেডিং হতেই ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যুৎ দফতর ঘেরাও করে এলাকার মানুষ। পরে দুই ঘন্টা বাদে তা স্বাভাবিক হয়। তবে এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোনো আধিকারিক বা কর্মী মুখ খুলতে চায়নি।

## গাজোল ব্লকের আলাল অঞ্চলের দুর্গাপুর গ্রামে গত ১০ বছর ধরে রাস্তা বেহাল অবস্থার কারণে গ্রামবাসীদের মধ্যে খুব ছড়িয়েছে

**মালদা ঃ** গাজোল ব্লকের আলাল অঞ্চলের দুর্গাপুর গ্রামে গত ১০ বছর ধরে রাস্তা বেহাল অবস্থার কারণে গ্রামবাসীদের মধ্যে খুব ছড়িয়েছে । এই বিহার রাস্তার কারণে সমস্যায় পড়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা অসীম সরকার, গৌড় বিশ্বাসদের অভিযোগ , গত দশ বছর ধরে ১০ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল দুর্দশা অবস্থায় ভুক্তভোগী পড়ুয়া থেকে গ্রামবাসীরা । তাদের বেহাল রাস্তার অভিযোগ নিয়ে এলাকার বিধায়ক এবং পঞ্চায়েত, প্রশাসনকে জানালেও কোনো লাভ হয় নি। তাই এবারে কোন নির্বাচন আসলে আগে রাস্তা পরে ভোট এই স্লোগান দিয়ে সোচ্চার হয়েছেন দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দারা। যদিও ওই এলাকার রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
# জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
13:09:2023



## পুলিশ ও ছাত্রলীগ ঃ ক্ষমতাসীনরা আক্রান্ত বলেই কি দ্রুত ব্যবস্থা?

**ঢাকা ঃ** বাংলাদেশে সম্প্রতি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের দুই নেতাকে পেটানোর ঘটনা নিয়ে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা অব্যাহত আছে। যদিও সেই পুলিশ কর্মকর্তা হাকন অর রশিদকে ইতোমধ্যে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। কিন্তু মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন এই ঘটনার একটি ভিন্ন দিক আছে। সেটি হচ্ছে - শুধু ক্ষমতাসীন দলের সাথে সাংঘর্ষিক কেউ নির্যাতনের শিকার হলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হয়। পুলিশ অবশ্য বলছে, ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন বা সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন ধরণের বিভেদ করা হয় না। বরং নির্যাতনের শিকার মানুষের পক্ষেই কাজ করে পুলিশ। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার এটিসি হাকন অর রশিদের বিরুদ্ধে গত ০৯ই সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও ফতুল্লা হক হলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন এবং ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের সাধারণ সম্পাদক শরীফ আহমেদকে 'থানায় নিয়ে' ব্যাপক মারধরের অভিযোগ ওঠে। এর জের ধরে গত ১১ই সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে তাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

# বুলেটপ্রুফ অভিজাত ট্রেনে রাশিয়া গেলেন উত্তর কোরিয়ার কিম জং আন

**পিয়ংইয়ং (এজেন্সী) ঃ** উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং আন তার ব্যক্তিগত ট্রেনে করে মঙ্গলবার সকালে রাশিয়ায় প্রবেশ করেছেন বলে এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী।

রাশিয়ার এক সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জাপানের মিডিয়া আউটলেট জেএনএন জানিয়েছে, কিম জং আন রাশিয়ার খাসান সীমান্ত স্টেশনে পৌঁছেছেন।

প্রাইমরস্কি ক্রাই এলাকায় অবস্থিত স্টেশনটিতে উত্তর কোরিয়ার নেতাকে স্বাগত জানিয়ে একটি অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

বিবিসির বিশ্লেষক যিনি ট্রেনের বিষয়ে নজর রাখছেন তার মতে, খাসান থেকে ভ্লাদিভোস্তকে পৌঁছাতে আরো পাঁচছয় ঘণ্টার মতো সময় লাগবে।

প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে একটি বৈঠকে যোগ দিতে তিনি রাশিয়া সফরে গিয়েছেন বলে এর আগে জানানো হয়।

এক মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রাশিয়া ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণের মুখে পড়ার কারণে এই দুই নেতা অস্ত্র চুক্তি নিয়ে আলোচনা করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম কেসিএনএ এর প্রতিবেদনে জানানো হয়, মি. কিমের সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এবং সামরিক কর্মকর্তারা রয়েছেন।

রাশিয়ায় তার সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্রেমলিনও। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে দুই নেতার মধ্যে বৈঠক শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, পিয়ংইয়ং থেকে রওয়ানা করার আগে মি. কিম তার সাঁজোয়া যান থেকে হাত নাড়ছেন।

বিবিসি'র মার্কিন সহযোগী সিবিএস নিউজ এর খবরে বলা হয়, পেন্টাগন জানিয়েছে, 'কোন একটি বৈঠকে অংশ নিতে' মি. কিম রাশিয়ায় যাচ্ছেন বলে তারা মনে করে।

যদি মি. পুতিনের সাথে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় তাহলে গত চার বছরের মধ্যে এবং মহামারির পর থেকে এটা হবে উত্তর

কোরিয় নেতার প্রথম আন্তর্জাতিক সফর।

সিবিসিকে এর আগে এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, বৈঠকের আলোচ্যসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধে মস্কোকে উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র সরবরাহ করার বিষয়টি।

মি. কিমের সবশেষ সফরটিও ছিল ২০১৯ সালে ভ্লাদিভোস্তকে। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে পারমানবিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর মি. পুতিনের সাথে এক বৈঠকে যোগ দিতে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি।

তার সাঁজোয়া ট্রেনটিতে কমপক্ষে ২০টি বুলেট প্রুফ গাড়ি রয়েছে যা ট্রেনটিকে সাধারণ ট্রেনের তুলনায় অনেক বেশী ভারী করেছে এবং এ কারণেই এটি ঘণ্টায় ৫৯ কিলোমিটারের বেশি বেগে চলতে পারবে না। ভ্লাদিভোস্তকে পৌঁছাতে তার পুরো দিন লেগে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হোয়াইট হাউস বলেছে, রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার মধ্যে অস্ত্র সহযোগীতার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে এগিয়ে চলেছে বলে তাদের কাছে নতুন তথ্য রয়েছে।

এরআগে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি বলেন, রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু উত্তর কোরিয়ার তার সাম্প্রতিক সফরের সময় রাশিয়ার কাছে 'পিয়ংইয়ংকে আর্টিলারি গোলাবারুদ বিক্রিতে রাজি করাতে' চেষ্টা করেছেন।

ওয়াশিংটন ভিত্তিক থিংক ট্যাংক কার্নেগি এনডোমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য অঙ্কিত পান্ডে বলেন, রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়া প্রত্যেকের এমন কিছু জিনিসপত্র রয়েছে যা অন্যান্য দেশও চায়।

তিনি বিবিসিকে বলেন, এখন যেটি দেখার বিষয় হবে সেটি হচ্ছে পরস্পরকে সহযোগীতা করতে তারা নিজেদের সুবিধাজনক কোন মূল্য খুঁজে পায় কিনা।

রাশিয়া হয়তো উত্তর কোরিয়ার কাছে খাবার এবং কাঁচামালের বিনিময়ে আর্টিলারি শেল এবং রকেট আর্টিলারির মতো প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্রই চাইবে। একই সাথে তারা জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে উত্তর কোরিয়ার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে।

এর মাধ্যমে রাশিয়ায় উত্তর কোরিয়ার অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র স্থানান্তর করার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে যাতে করে মস্কো তার নিজের প্রচলিত অস্ত্রের মজুদ আবার পূরণ করে তা ধরে রাখতে পারে।

ধারণা করা হয় যে, রাশিয়ার হয়তো ১২২এমএম এবং ১৫২এমএম কার্তুজ দরকার কারণ তাদের মজুদ শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু গোপনীয়তার স্বভাবের কারণে উত্তর কোরিয়ার কাছে কী পরিমাণ অস্ত্র মজুদ রয়েছে তা অনুমান করা সহজ নয়।

মি. কিম এবং মি. শোইগুর মধ্যে বৈঠকের সময়ে যেসব অস্ত্র প্রদর্শন করা হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে হয়াসাং আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র যা দেশটির প্রথম আইসিবিএম অস্ত্র যাতে তরল বা গ্যাসের পরিবর্তে কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছে।

সেটাই ছিল কোভিড মহামারির পর বিদেশি অতিথিদের জন্য উত্তর কোরিয়ার প্রথম দ্বার খোলার ঘটনা।

প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে দেখা করতে একটি বুলেটপ্রুফ ট্রেনে করে রাশিয়ার বন্দর শহর ভ্লাদিভোস্তকে গিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং আন।

উত্তর কোরিয়ার অন্য নেতাদের মতোই দেশটির দীর্ঘদিনের রীতি মেনে মি. কিম ২০ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ১১৮০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে ধীর গতির ট্রেনে। যেখানে একটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে যাতে উৎকৃষ্ট মানের ফরাসি ওয়াইন এবং খাবার যেমন তাজা গলদা চিংড়ি দিয়ে তৈরি খাবারও পরিবেশন করা হয়। ভারী সাঁজোয়া যান হওয়ার কারণে ট্রেনটি ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে চলতে পারবে না।

তুলনা হিসেবে বলা যায়, লন্ডনের উচ্চগতির রেলগুলো ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার এবং জাপানের শিনকানসেন বুলেট ট্রেন ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটার বেগে চলে।

উত্তর কোরিয়ার প্রাচীন রেল নেটওয়ার্কের কারণেও অনেক সময় যাত্রা দীর্ঘ হয়।

ট্রেনটির নামকরণ করা হয়েছে তাইয়াংহো যার অর্থ সূর্য্য এবং এর মাধ্যমে উত্তর কোরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কিম ইল সাংকেও প্রতীকিভাবে তুলে ধরা হয়।

দীর্ঘ সময় ধরে ট্রেন যাত্রার রীতি প্রথম শুরু করেন কিম জং আনের দাদা কিম ইল সাং। তিনি নিজের ট্রেনে করে ভিয়েতনাম এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশে গিয়েছিলেন।

এই অভিজাত ট্রেনগুলো নিরাপত্তা এজেন্টরা কড়া পাহারা দিয়ে থাকে এবং তারা ট্রেনের যাত্রাপথ এবং সামনের স্টেশনে বোমা বা কোন হুমকির শঙ্কা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখে।

কিম জং উনের বাবা কিম জং ইল যিনি ১৯৯৪ সাল থেকে শুরু করে ২০১১ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত উত্তর কোরিয়া শাসন করেছেন, তিনিও ট্রেনে করে ভ্রমণ করতেন তার বিমানে ভয় থাকার কারণে।

এর আগে ২০০১ সালে মি. পুতিনের সাথে বৈঠক করতে মস্কোতে পৌঁছাতে ১০ দিন সময় লেগেছিল কিম জং ইলের।

রাশিয়ার সামরিক কমান্ডার কন্সট্যানটিন পুলিকোভস্কি যিনি উত্তর কোরিয়ার সাবেক নেতার সাথে ২০০১ সালে একই ট্রেনে ভ্রমণ করেছিলেন, তিনি তার স্মৃতিকথা ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে লিখেছেন ট্রেনের আভিজাত্যের বিষয়ে।

রাশিয়ান, চাইনিজ, কোরিয়ান, জাপানিজ এবং ফ্রেঞ্চ যেকোন ধরণের খাবারের অর্ডার দেয়ার সুযোগ ছিল এই ট্রেনে।

# ৯/১১ হামলার ২২তম বার্ষিকী পালন করল যুক্তরাষ্ট্র

**নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ** ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার ২২তম বর্ষপূর্তি সোমবার পালন করা হল যুক্তরাষ্ট্রে। এই হামলায় প্রায় ৩ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজের এক সামরিক ঘাঁটিতে সামরিক সদস্য, প্রথম প্রতিরক্ষাকারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেবার কথা আছে। ভারতে অনুষ্ঠিত জি২০ শীর্ষ সম্মেলন ও ভিয়েতনামের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক সেরে ফেরার পথে বাইডেন আলাস্কায় অবতরণ করবেন।

এ বছরের ১১ সেপ্টেম্বরের বর্ষপূর্তি বেশ ভিন্নরকম, কারণ নিউইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়া বা পেন্টাগনের সেই হামলাস্থলে অনুষ্ঠানগুলিতে প্রেসিডেন্ট উপস্থিত থাকবেন না। ফলত, এ এক বিরল সোমবার।

২০০৫ সালে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ হোয়াইট হাউজের লনে এই দিনটি পালন করেছিলেন। আবার, ২০১৫ সালে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা নিকটবর্তী ফোর্ট মিডে সামরিক বাহিনীর কাজকে সম্মান জানানোর এক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে হোয়াইট হাউজে কয়েক মুহূর্ত নীরবতা পালন করেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস সোমবার নিউইয়র্কে ন্যাশনাল সেপ্টেম্বর ইলেভেন মেমোরিয়াল অ্যান্ড মিউজিয়ামে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে আলকায়েদার সন্ত্রাসীরা দুটি বাণিজ্যিক বিমান অপহরণ করে নেয় এবং বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের দুটি টাওয়ারে ধাক্কা মারে। এর ফলে উভয় স্থাপনাই ভেঙে পড়ে।

আগের বছরগুলির মতো এই সোমবার সেই সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনরা সকালে জড়ো হওয়া হাজার হাজার মানুষের সামনে ২,৯৭৭ জন মৃতের নাম উচ্চস্বরে পাঠ করেন।

ওয়াশিংটন ডিসির বাইরে ন্যাশনাল ৯১১ পেন্টাগন মেমোরিয়ালে সোমবার মাল্যদান অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন, স্টাফের যুগ্ম প্রধান চেয়ারম্যান জেনারেল মার্ক মিলি।

## ভারতে ৩ বছর কারাভোগের পর স্বদেশে ফিরলেন ১৬ বাংলাদেশি

**ঢাকা (এজেন্সী) ঃ** ভারতে ৩ বছর কারাভোগের পর, বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে স্বদেশে ফিরেছেন ১৬ বাংলাদেশি নাগরিক। রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটের দিকে ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। ফেরত আসা ব্যক্তিরা হলেন বুলবুল আহমেদ, মহসিন শেখ, আবুল হোসেন, মাসুম বিল্লাহ, রেজাউল খান, শাহজালাল, হাসান হালদার, নাজমুল ইসলাম, মাসুদ তালুকদার, জুলহাস শেখ, রাশেদ মোড়ল, রাশেদুল ইসলাম, সাইদুজ্জামান, আবু মুসা, মিজানুর রহমান ও মাহবুল শিকদার। তাদের বাড়ি সাতক্ষীরা, খুলনা ও মাদারীপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায়। বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মাদ কামরুজ্জামান জানান, ভালো কাজের সন্ধানে, অবৈধ পথে দালালদের মাধ্যমে সাড়ে ৩ বছর আগে ভারতের তামিলনাড়ু গিয়েছিলেন এই বাংলাদেশিরা। সেখানে বিভিন্ন দোকান ও হোটেলে কাজ করার সময় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। পরে আদালত তাদের ৩ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে জেলে পাঠায়। কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষে, দুই দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপে রবিবার সন্ধ্যায় তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়। ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাদেরকে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার তাদের নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার জন্য থানা থেকে তাদের গ্রহণ করে। বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন ভূইয়া বলেন, ফেরত আসা ব্যক্তিদের রবিবার বিশেষ ট্রাভেল পারমিটএর মাধ্যমে বাংলাদেশে ফেরত আনা হয়েছে।

# বাংলাদেশে ভয়ংকর সীসা দূষণ, হৃদরোগে মারা যাচ্ছে লাখো মানুষ

**ঢাকা (এজেন্সী) ঃ** সীসা দূষণের ফলে বাংলাদেশে প্রতিবছর হৃদরোগে আক্রান্ত ১ লাখ ৩৮ হাজারেরও বেশি মানুষ অকালে মারা যাচ্ছে। একই কারণে দেশটির শিশুদের আইকিউ কমে যাচ্ছে, যার ফলে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হবার ঝুঁকি বাড়ছে। চিকিৎসা সাময়িকী 'দ্য ল্যানসেট প্ল্যানেটারি হেলথ জার্নালে' প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। 'গ্লোবাল হেলথ বার্ডেন অ্যান্ড কস্ট অব লেড এক্সপোজার ইন চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডাল্টস ঃ অ্যা হেলথ ইমপ্যাক্ট অ্যান্ড ইকোনমিক মডেলিং অ্যানালাইসিস' নামের এই গবেষণাটি করেছেন বিশ্বব্যাংকের একদল গবেষক।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে যে, সীসা দূষণের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন চতুর্থ। এর ফলে একদিকে প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে অস্বাভাবিক হারে হৃদরোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তেমনি শিশুদেরও আইকিউ কমে যাচ্ছে। আর্থিক ক্ষতির হিসেবে এর পরিমাণ প্রায় ২৮ হাজার ৬৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশটির ২০১৯ সালের মোটি জিডিপি'র প্রায় ৬ থেকে ৯ শতাংশের সমান।

সীসা সবচেয়ে বড় ক্ষতি করে শিশুদের। মাত্রার চেয়ে বেশি সীসা শিশুদের শরীরের বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে।

বাংলাদেশের ২০১৯ সালের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখেছেন যে, সীসা দূষণের ফলে দেশটিতে শূন্য থেকে চার বছর বয়সী বাচ্চারা প্রায় দুই কোটি আইকিউ পয়েন্টস হারাচ্ছে।

এতে শিশুদের বুদ্ধির যথাযথ বিকাশ হচ্ছেনা। ফলে নতুন কিছু শেখার ক্ষেত্রে তাদের যেমন সমস্যা হচ্ছে, তেমনি আচার-ব্যবহারেও নানা অসংগতি দেখা যাচ্ছে। এছাড়া, খাবারে অরুচি, ওজন কমে যাওয়া, খিটখিটে মেজাজ - এরকম নানা সমস্যাও তৈরি করছে।

ইউনিসেফ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ড. প্রিসিলা ওবিল এ প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশে শিশুদের রক্তে উচ্চমাত্রায় সীসার উপস্থিতি তাদের মেধার পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

এছাড়া সীসা দূষণের ফলে তাদের আইকিউ কমে যাচ্ছে, যা দেশটির সার্বিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই সীসা দূষণ বন্ধে জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী।

২০২২ সালের মে মাসে প্রকাশিত 'গ্লোবাল বার্ডেন অব ডিজিজে'র তথ্যে দেখা গিয়েছিলো যে, সীসা দূষণের ফলে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৩০ হাজার মানুষ অকালে মারা যাচ্ছে।

কিন্তু নতুন এই গবেষণা প্রতিবেদনে আরও ভয়ঙ্কর তথ্য উঠে এসেছে।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সীসা দূষণের ফলে বাংলাদেশে প্রতিবছর ২৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি প্রায় ১ লাখ ৩৮ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআর,বি) সংক্রামক রোগ বিভাগের প্রকল্প সমন্বয়ক ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, সীসা দূষণ রোধে এখনই উপযুক্ত সময়। এই সমস্যাকে সমূলে উৎপাটনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

ব্যাটারি ভাঙ্গা শিল্প, সীসাযুক্ত পেইন্ট, অ্যালুমিনিয়ামের হাড়িপাতিল, খাবার রাখার জন্য ব্যবহৃত সিরামিকের পাত্র, ইবর্জ্য, খেলানা, সার, রান্নায় ব্যবহৃত বিভিন্ন মশলা, প্রসাধনী, খাবারদাবার এবং চাষ করা মাছের জন্য তৈরি খাবার থেকেই মূলত ঃ বাংলাদেশে সীসার দূষণ ঘটে। প্রকাশিত গবেষণাটির অংশ হিসেবে খুলনা, রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ২০০টি নমুনা সংগ্রহ করে সীসার উপস্থিতি পরিমাপ করে দেখেছে নিউইয়র্ক ভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান 'পিওর আর্থ'।

এসব নমুনার মধ্যে খাবার রাখার জন্য ব্যবহৃত ধাতব ও প্লাস্টিকের পাত্র, সিরামিক পাত্র, রঙ, শুকনা খাবার, খেলনা, রান্নায় ব্যবহৃত মশলা এবং প্রসাধনী পণ্য রয়েছে।

এগুলোর মধ্যে ২৪ নমুনাতেই মাত্রাতিরিক্ত সীসার উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

খাবার রাখার জন্য ব্যবহৃত ৫৯ ধাতব পাত্রে, ৪৪ সিরামিক পাত্রে, ৯ প্লাস্টিকের পাত্রে, ৫৪ পেইন্টে, ১৭ চালস্টার্চে, ১৩ খেলনায়, ৭ মশলায় এবং ৬ প্রসাধনীতে অতিমাত্রায় ক্ষতিকর সীসার উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে প্রতি ডেসিলিটার রক্তে গড়ে প্রায় ৬.৮ মাইক্রোগ্রাম সীসা পাওয়া গেছে বলে গবেষণা প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে।

তবে একজন মানুষের শরীরে কতটুকু সীসা থাকা নিরাপদ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত তার সঠিক কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি।